NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসএসকেএম পৌঁছে খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা ব্যানার্জি ফ্যাসিস্টবাদী হয়ে গেছেন: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৫ ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.08.2025, Vol.19, Issue No. 68, 8 Pages, Price 3.00

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠককে স্বাগত জানাল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দীর্ঘ বৈঠক শেষেও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের জট কাটেনি। যদিও দুই রাষ্ট্রনেতার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানাল ভারত। দিল্লির বিবৃতি, শান্তিপ্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের (ট্রাম্প ও পুতিন) নেতৃত্ব 'অত্যন্ত প্রশংসনীয়'।

শনিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কেবল আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব। গোটা বিশ্ব দ্রুত এই যুদ্ধের শেষ দেখতে চাইছে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

এদিন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন ট্রাম্প। বৈঠকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। তবে দুই রাষ্ট্রনেতারই দাবি, বৈঠক 'ফলপ্রসূ' হয়েছে। এর পর আমেরিকার সংবাদমাধ্যম 'ফক্স নিউজ'-কে ট্রাম্প জানান, বাকিটা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির উপর নির্ভর করছে। তাঁকেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে। পুতিনের সঙ্গে এর পর বৈঠক হবে জেলেনস্কির। তাঁরা চাইলে সেই বৈঠকে ট্রাম্পও থাকতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পরেই অবশ্য জেলেনস্কিকে ফোন করেন ট্রাম্প। ফোনে বৈঠকের বিষয়বস্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে জানান তিনি। সংবাদ সংস্থা এএফপি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সোমবারই ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন জেলেনস্কি। পরে সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প সোমবার জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের খবরে সিলমোহর দেন। লেখেন, 'যদি সব কিছু ঠিক ভাবে হয়, তা হলে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আরও একটি বৈঠক হবে।' ট্রাম্প এ-ও জানান যে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তিচুক্তি প্রয়োজন। কেবল সংঘর্ষবিরতি সংক্রান্ত বোঝাপড়ায় সমস্যার সমাধান হবে না বলে জানান তিনি।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক সেরেই মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'ফক্স নিউজ'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এর উত্তর দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আজ যা হল, আশা করি এর পর আর ওটা (শুল্ক) নিয়ে ভাবতে হবে না। তবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হয়তো ওটা নিয়ে আমাকে আবার ভাবতে হবে। এখন কিছু নয়। আমার মনে হয়, বৈঠক খুব ভাল হয়েছে।' একই সঙ্গে ট্রাম্প জানান, তিনি বিষয়টি (অতিরিক্ত শুল্ক) নিয়ে এখনই ভাবতে চান না। দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। সরাসরি ভারতের নাম না-করলেও ট্রাম্পের কথায় স্পষ্ট যে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য এখনই বিভিন্ন দেশের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করছে না আমেরিকা। অন্য দিকে, ভারতও ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক নিয়ে আগ্রহী ছিল। কারণ, আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি হলে ঘুরপথে লাভ নয়াদিল্লিরই।

> যদি সব কিছু ঠিক ভাবে হয়, তা হলে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আরও একটি বৈঠক হবে।
>
> —ডোনাল্ড ট্রাম্প

> বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।

—ভ্লাদিমির পুতিন

প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, লালকেল্লায় গর্জন মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনা। অন্য দিকে, বাণিজ্য নিয়ে ভারত-আমেরিকা কূটনৈতিক টানাপড়েন। এই দুইয়ের আবহে শুক্রবার লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে দেশের 'রক্ষাকবচ'-এর উপরেই জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামরিক এবং অর্থনৈতিক, উভয় দিক থেকেই দেশকে সুরক্ষাবলয়ে ঘেরার বার্তা দিলেন তিনি।

কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কখনই আপস করবে না তাঁর সরকার। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে আবার এক বার কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার মোদী জোরের সঙ্গে দাবি করেন, দেশের কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমেরিকার নাম সরাসরি না নিলেও মোদী নিশানায় ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড এবং 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী সময়ে লালকেল্লা থেকে ভাষণে পাকিস্তানকে নিশানা করে ফের সুর চড়ান মোদী। ভারতের সামরিক বাহিনীর সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মোদী বলেন, 'আমাদের বীর জওয়ানেরা শত্রুদের কল্পনাতীত শাস্তি দিয়েছে। সীমান্তের ও পার থেকে জঙ্গিরা পহেলগাঁওয়ে এসে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে করে মানুষকে হত্যা করেছে। গোটা দেশ ক্ষোভে ফুঁসছিল। এই হত্যাকাণ্ডে গোটা বিশ্ব চমকে গিয়েছিল। অপারেশন সিঁদুর হল সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ২২ এপ্রিলের পরে আমরা দেশের সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। কোথায়, কখন, কী কৌশলে হবে, তা তারাই ঠিক করে।' মোদীর কথায়, দেশের সামরিক বাহিনী যা করে দেখিয়েছে, তা গত কয়েক দশকে কখনও হয়নি।

সিন্ধু জলচুক্তিকে সম্পূর্ণ 'একপেশে' এবং 'অন্যায্য' বলে ব্যাখ্যা করেন তিনি। মোদী বলেন, 'ভারতের নদীর জল আমাদের শত্রুদেশের চাষের খেতে যাচ্ছে, অথচ আমাদের দেশ, দেশের কৃষকেরা জল পাচ্ছেন না। এই চুক্তি গত সাত দশক ধরে দেশের কৃষকদের অকল্পনীয় ক্ষতি করেছে। এখন থেকে এই জলের উপর অধিকার থাকবে শুধুমাত্র ভারতের কৃষকদের।'

লালকেল্লার ভাষণে মোদী বলেন, 'স্বাধীনতার পর সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু আমাদের কৃষকেরা আমাদের স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। তাই ভারত সরকার কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করবে না। দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে মোদী।'

'আত্মনির্ভর ভারত' নিয়ে তার সরকারের সাফল্যের কথা তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া বিপর্যয়ের অন্যতম অংশ। আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই স্বনির্ভর হতে হবে।' একবিংশ শতাব্দীকে 'প্রযুক্তি-চালিত শতাব্দী' বলে উল্লেখ করেছেন মোদী। তিনি জানান, তাঁর সরকার সৌর, হাইড্রোজেন এবং পারমাণবিক খাতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিয়েছে। মোদীর কথায়, 'আমাদের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আমরা অনেক দেশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে হলে আমাদের জ্বালানির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে।'

মোদী মনে করেন, 'এখন ইতিহাস লেখার সময়। বিশ্ববাজারকে আমাদের শাসন করতে হবে।' স্বাধীনতা দিবসে নতুন মন্ত্র বেঁধে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, 'কম দাম, উচ্চ মান' এই মন্ত্র সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মোদীর কথায়, 'বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক স্বার্থপরতা বাড়ছে। এখন আমাদের এগিয়ে যাওয়া এবং লক্ষ্য অর্জনের সময়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অন্যদের ছোট করে আমাদের শক্তি নষ্ট করা উচিত নয়। নিজেদের শক্তি কী ভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে দিকে নজর দেওয়াই উচিত। আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্যের উপর মনোনিবেশ করতে হবে। আমরা চাই, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা স্বদেশী পণ্যের উপর জোর দিন। যদি সরকারি নীতিতে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তবে তা আমাকে জানান।'

মোদীর বার্তা

- দেশবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ অপারেশন সিঁদুর।
- শত্রুদমনে চালু হচ্ছে 'মিশন সুদর্শন চক্র'।
- দীপাবলিতে দেশবাসীর জন্য উফহার নতুন জিএসটি ব্যবস্থা।
- পরমাণু শক্তি ১০ গুণ বৃদ্ধির লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে।
- সিন্ধুর জলচুক্তি একপেশে। সিন্ধুর জলের অধিকার শুধুমাত্র ভারতের কৃষকদের।
- দেশীয় পণ্যে 'দাম কম, দম বেশি'।
- ভারতেই যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির লক্ষ্য।
- দেশবাসীর জীবন-জীবিকা ছিনিয়ে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। বরদাস্ত করা হবে না।

দেশভাগের দায় কার, বিতর্কে এনসিইআরটি

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: ফের বিতর্কে এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তক। অভিযোগ, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইয়ে ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস, মহম্মদ আলি জিন্না এবং লর্ড মাউন্টব্যাটনকে দায়ী করে একটি পরিচ্ছদ সংযোজনের উদ্দেশ্যে মডিউল প্রকাশ করেছে। দেশভাগ সম্পর্কিত বিতর্কিত অধ্যায় সংযোজনের জন্য নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ষষ্ঠ-অষ্টম এবং নবম-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পৃথক সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে।কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে সেই খবর প্রচারিত হওয়ার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

এনসিইআরটি (রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ)-র নতুন মডিউলটিতে বলা হয়েছে, 'দেশভাগ কেবল এক জন ব্যক্তির কাজ ছিল না বরং তিনটি শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস ছিল। জিন্না, যিনি দেশভাগের লক্ষ্যে প্রচার করছিলেন। কংগ্রেস, যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল এবং মাউন্টব্যাটেন, যাঁকে দেশভাগ বাস্তবায়নের জন্য পাঠানো হয়েছিল'। এআইসিসির মুখপাত্র পবন খেরা শনিবার বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই কাজ করা হয়েছে।' নতুন মডিউল পুড়িয়ে ফেলার ডাকও দেন তিনি।

কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তকে একের পর এক বদল আনছে। একদিকে যেমন মুঘল ইতিহাস বাদ পড়েছে, তেমনই মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের আরএসএস-সংশ্রব সংক্রান্ত তথ্য এবং গুজরাত দাঙ্গাও সরানো হয়েছে। সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার নির্দিষ্ট করে ভারতভাগের জন্য কংগ্রেস, জিন্না এবং মাউন্টব্যাটেনকে দায়ী করা হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাধীনতা দিবসের পোস্টার নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বর্ধমানের দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে অর্থসাহায্য মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাস দুর্ঘটনায় ১০ পুণ্যার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পূর্ব বর্ধমানের বাস দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন তিনি। গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা সাহায্যের কথা জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে রাজভবনে চা চক্রের পর সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি।

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় ফাগুপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে আহত হন বেশ কয়েকজন এবং নিহত হন প্রায় ১০ জন। সকালে পুণ্যার্থী বোঝাই একটি বাস গঙ্গাসাগর থেকে স্নান সেরে বিহারের উদ্যেশ্যে যাওয়ার পথে ফাগুপুরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ১০ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় প্রায় ৩০ জন। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে সাংসদ কীর্তি আজাদ আহতদের সাথে দেখা করে তারা যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকার সাংসদের সাথে কথা বলে আহত ও মৃতদেহ পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন নিহত পরিবারদের এবং আহত পরিবারদের হাতে তুলে আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন। সেই মত শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস এবং মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের পরিবারদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে, ৬ জন পরিবারদের হাতে দু' লক্ষ টাকা করে তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এবং বাকি সকল পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বাকি আর্থিক অনুদান।

দেহ উদ্ধার

■ **শহর কলকাতায় ভরসন্ধ্যায় খুন! শনিবার প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। প্রথমে দেহটি দেখতে পায় রেল পুলিশ। পরে ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রিন্সেপ ঘাট সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের কাছ থেকে একটি ঘড়ি এবং একটি কাঁচি পাওয়া যায়। প্ল্যাটফর্মে পড়ে ছিল চাপ চাপ রক্ত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কেউ বা কারা ওই ব্যক্তিকে খুন করে চলে গিয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।**

মমতাকে আমন্ত্রণ

■ **নতুন তিনটি রুটে মেট্রো চালু হবে চলতি মাসের ২২ তারিখ থেকে। একওযোগে গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইন ও ইয়েলো লাইনে চালু হয়ে যাচ্ছে মেট্রো। একসঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে একাধিক পথ। আরও সুগম হবে যাতায়াত। উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তবে নিমন্ত্রণপত্রেও রয়েছে চমক। পশ্চিমবঙ্গে কী কী রেল প্রকল্প হচ্ছে এবং কত টাকা অনুমোদন করেছে রেল মন্ত্রক তার হিসেব দিয়ে দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। সেই হিসাবের সঙ্গেই পাঠানো হয়েছে নিমন্ত্রণপত্র।**

ট্রেলার লঞ্চেই ধুন্ধুমার, 'বেঙ্গল ফাইলস' ঘিরে সংঘাত চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বিতর্কে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'। বিতর্ক পিছু ছাড়ল না ট্রেলার লঞ্চেও। ট্রেলার রিলিজের সময়েই শুরু তুমুল বিতর্কের। ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা প্রান্তে পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। শনিবার বাইপাসের ধারে একটি বিলাবহুল হোটেলে এদিন ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানেই অনুষ্ঠানের মাঝে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর অভিযোগ, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলার চলাকালীনই ল্যাপটপের তার ছিঁড়ে দিয়ে তা বন্ধ করে দেয় হোটেল কর্তৃপক্ষ। যদিও হোটেল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে এও জানিয়েছে এসব দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা শুধু কথা বলতেই গিয়েছিল ছবির টিমের সঙ্গে। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, দু-পক্ষের বিস্তর তর্কাতর্কির পর কলকাতা পুলিশ হোটেলে ঢুকে সরিয়ে নিয়ে আসে বিবেক অগ্নিহোত্রী-সহ দ্য বেঙ্গল ফাইলস-এর গোটা টিমকে।

শনিবার সকাল থেকেই হোটেল চত্বর পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ ছিল। অনেকেই বলাবলি করছিল, কিছু একটা ঝামেলা হতে পারে আঁচ করতে পেরেই নাকি নিরাপত্তা আঁটসাঁট করেছে রাজ্য প্রশাসন। বিবেকের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে এমন আচরণ করা হচ্ছে। পরিচালক আরও বলেছেন, এদিন স্টেজে যখন ট্রেলার চলছিল, তখনই হঠাৎ তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ট্রেলার চলতে চলতেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। যদিও হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এমন কিছুই করা হয়নি, কেবল কথা বলতে গিয়েছিল তারা। কলকাতা কর্পোরেশনের অনুমতি নেই বলেও জানিয়েছে এই পাঁচতারা হোটেল।

হোটেলে দাঁড়িয়েই বিবেক প্রশ্ন তোলেন পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে। বলেন, 'সত্যজিৎ রায়ের শহরে পরিচালকের কণ্ঠস্বর রোধ করা হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে রাজনৈতিক চাপে এই আচরণ করা হচ্ছে।'এদিকে শাসকদল তৃণমূলের পাল্টা দাবি, পেমেন্টের সমস্যা। কিন্তু এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি।

বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অন্যতম স্তম্ভ। পশ্চিমবঙ্গে একটা সিনেমা কেন করা যাবে না? কেন একটা ট্রেলার দেখানো যাবে না? সত্যকে কি এভাবে চাপা দিয়ে রাখা যায়? আজ সেই ১৬ অগস্ট ১৯৪৬ সালে যেদিন সুরাবর্দি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছিল। ৪০ হাজার হিন্দু বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সত্যের উপর তৈরি করা সেই ছবি যদি আজকে দেখানো হয় তাহলে তাতে ভয় পাচ্ছে কেন এই রাজ্যের শাসকদল? বোঝাই যাচ্ছে এই ভয় তাঁদের পরাজয়ের ভয়।'

তবে চুপ নেই শাসকদল তৃণমূলও। বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বিবেককে বিদ্ধ করে বলেন, 'উনি প্রতিটা সিনেমার সময় এই সস্তার নাটক করেন। ওনার সিনেমা তো এমনিতে লোকে দেখে না। তাই এসব ফুটেজ খেয়ে সিনেমা হিট করানোর চেষ্টা করেন। এ নাটক কাশ্মীর ফাইলসের সময়েও হয়েছে। এটা কমন স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু এই সস্তার নাটকে এবার চিঁড়ে ভিজবে না। সম্ভবত উনি যে পাঁচতারা হোটেল বুক করেছিলেন সেখানে পেমেন্ট নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে। ফুল পেমেন্ট পায়নি বলে হোটেল কর্তৃপক্ষ বোধহয় বারণ করেছে।'

বিতর্কে সুর চড়িয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, 'বেঙ্গল ফাইলসে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস বিকৃত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বাংলার মানুষ এ সিনেমাকে এখানে চলতে দেবে না। আগামী দিনে আরও বিক্ষোভ হবে। ওনাদের মাথায় থাকা উচিত কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে এ সিনেমা বানিয়েছেন। এটা বাংলার মাটি, প্রগতিশীলতার মাটি, এটা বিপ্লবের মাটি, স্বাধীনতা আন্দোলনের মাটি। এটা বাঙালি অস্মিতাকে ধাক্কা দিচ্ছে। বাংলার সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে। সম্প্রতির সংস্কৃতিকে উস্কে দিচ্ছে। বাংলায় যেখানে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা চলে, মৃণাল সেনের সিনেমা সেখানে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা সিনেমা বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।'

শুভেন্দুর স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, কলকাতার ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায়। সেদিন তৎকালীন শাসকের উস্কানিতে গোটা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান, ভস্মীভূত হয় ঘরবাড়ি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেই দিনটিকে স্মরণ করে শনিবার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'তৎকালীন শাসকের উস্কানিতে ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত ১৬ই অগস্টের দিন সূচনা হয় বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দু নিধন যজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায়ের।'তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'শ্রী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো নির্ভীক ব্যক্তিদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠায় অত্যাচারীদের পাল্টা প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়।' শুভেন্দুর কথায়, সেই ভয়াবহ ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃত। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে সত্যিটা তুলে ধরা জরুরি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি, **মোমেনা খান,** স্বামী- আতাহার খান, গ্রাম- বিথারী খানপাড়া, পোঃ- বিথারী, থানা- স্বরূপনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা এর বাসিন্দা। আমার ভোটার আইডি কার্ড যার নম্বর LLQ 1284975 এবং বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের বিথারী শাখার সেভিংস পাসবুক যার অ্যাকাউন্ট নম্বর 5109010178174, এই দুটি নথিতেই আমার আসল নাম অর্থাৎ **মোমেনা খান** এর পরিবর্তে আমার নাম **মমতা বিন খান** লেখা হয়েছে। **মোমেনা খান** এবং **মমতা বিন খান** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এফিডেভিট নম্বর- 4673, তারিখ- 24.02.2023।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সোমেন সাহা,** পিতা ৺শঙ্কর রঞ্জন সাহা, সাকিম পাটনা প্রথম লেন, শান্তিপল্লী, নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯ মহাশয় বিগত ইংরাজী ২৪/০১/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-0026/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন চক্রবর্তী** পিতা ৺নিখিল ভূষণ চক্রবর্তী, সাকিম আদিসপ্তগ্রাম, নমঃপাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ১৮/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-6380/2024, নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী কার্ত্তিক বাগদী** পিতা সুধীর বাগদী সাকিম সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭১৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১১১ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৯৬ শতক মধ্যে ০.১৫০৮ অংশে ১৪ শতক তন্মধ্যে ০২ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী কার্ত্তিক বাগদী** পিতা সুধীর বাগদী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)প্রশান্ত দে, ২)শ্রী সুশান্ত দে,** উভয়ের পিতা ৺অনিল চন্দ্র দে, **৩)শ্রীমত্যা লক্ষ্মী দে,** স্বামী ৺অনিল চন্দ্র দে, **৪)শ্রী নিরাপদ দে,** পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ দে, সকলের সাকিম আমিনপুর, খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0034/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **সেখ মুজাফফার আলি** পিতা মরহুম সেখ মক্কেল আলি সাকিম কালুবাটী ভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **সেখ মুজাফফার আলি** মহাশয়, পশ্চিমভগবতীপুর (আয়মাপাড়া), ভগবতীপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২১০১ নিবাসী **সেখ তাহের আলি** পিতা সেখ আবদুহ শুকুর মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ১)বিগত ইংরাজী ০২/০৪/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1139/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.২৫ শতক সম্পত্তি, ২)বিগত ইংরাজী ০৯/০৪/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1234/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.২৫ শতক সম্পত্তি এবং ৩)বিগত ইংরাজী ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1467/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.২৫ শতক সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৯.৭৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গোপীনগর, ৭৩ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল. এল.আর. ১১০৪, ১১০৫, ১১০৩ ও ১১০২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১১৫৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৯ শতক মধ্যে ০.০৯৮৫ অংশে কমবেশী ১০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল বলে (৩.২৫ + ৩.২৫ + ৩.২৫)= ৯.৭৫ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ তাহের আলি** পিতা সেখ আবদুহ শুকুর তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমার মক্কেল 'সায়ন্তন সামন্ত', পিতা সুবোধ কুমার সামন্ত, সাং- গ্রাম-বেড়াবেড়িয়া, পোষ্ট-রঘুনাথবাড়ি, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৩৪, শ্রী লক্ষীকান্ত মাজী, পিতা স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র মাজী মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত ১) শ্রী সমীর কুমার বারিক, পিতা স্বর্গীয় মোহন বারিক, ২) শ্রী হেমন্ত বারিক, পিতা স্বর্গীয় কমলকৃষ্ণ বারিক, সাং ও পোষ্ট- নাবঘরা, হাওড়া-৭১১৩২২, ৩) শ্রী রঞ্জন পাল, পিতা স্বর্গীয় নরেশ পাল, সাং ও পোষ্ট- বিকিহাকোলা, হাওড়া-৭১১৩২২ মহাশয়ের নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. রানীহাটি অফিসে ০০১৯২/ ২০১৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা-পাঁচলা, মৌজা-রানীহাটি, জে.এল. নং. ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২১৪২, এল.আর. ১৭১ নং দাগে মোট ১৬ শতক শালি জমি ডি.এস.আর.-২ হাওড়া অফিসে ০৫১৩০৩৮০৯/২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. পাঁচলা অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বলরাম দাস** পিতা ৺প্রভাস চন্দ্র দাস, সাকিম সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ১৩/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-342/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী যোগমায়া দাস** স্বামী শ্রী বলরাম দাস, সাকিম সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী যোগমায়া দাস** বিগত ইং ২৯/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-13732/2024 নং দলিল মূলে **লাবন্য পাইন** স্বামী ধনঞ্জয় পাইন সাকিম আদিসপ্তগ্রাম, দাসপাড়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, মহাশয়াকে ৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, জে.এল.-৫০, এল.আর ৯৯ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর ২৩ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ৩১ শতকের মধ্যে ০৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তন্মধ্যে ৩ কাঠা বা ৪.৯৫ শতক উক্ত দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **লাবন্য পাইন** স্বামী ধনঞ্জয় পাইন উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সনৎ কুমার গনাই** পিতা ৺গোড়াচাঁদ গনাই, সাকিম কান্দারা, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২৯ ও **২)লক্ষ্মীরানী দালাল** স্বামী ৺রবিপদ দালাল, পিতা ৺গোড়াচাঁদ গনাই, সাকিম বোলপুর নায়েকপাড়া, বোলপুর, বীরভূম-৭৩১২০৪, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ১৮/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, বোলপুর, বীরভূম অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12925/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **অনিল কুমার গনাই** পিতা ৺গোড়াচাঁদ গনাই, সাকিম কান্দারা, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২৯, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল **অনিল কুমার গনাই** বিগত ইং ১৯/০৭/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2267/2024 নং দলিল মূলে **শুভজিৎ চক্রবর্ত্তী** পিতা সৌমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, সাকিম লাইব্রেরী রোড, পূর্বাংশ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়কে ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল.-১৬, এল.আর ২৭৩/১ নং খতিয়ানে, এল.আর ২০৮৪ নং দাগে ভিটি জমি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৩২ বর্গফুট উক্ত দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শুভজিৎ চক্রবর্ত্তী** পিতা সৌমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আমার মক্কেল 'ইউ. ডি. এন্টারপ্রাইস' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রীমতি দীপশিখা চৌধুরী, স্বামী শ্রী উৎপল চৌধুরী, সাং- ইউ. ডি. ০৫-৫০১ উদিতা, ১০৫০/ ১ সার্ভেপার্ক, পোষ্ট- সন্তোষপুর, থানা- সার্ভেপার্ক, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০০৭৫ ১) শ্রী তারক রায়, ২) শ্রী উত্তম রায়, ৩) শ্রী বৃষকেতু রায়, ৪) শ্রী ভোলানাথ রায়, ৫) শ্রী সুনীল রায়, ৬) শ্রী সহদেব রায়, সকলের পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ রায় মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত অলোক ভুইয়া, পিতা মানিক ভুইয়া মহাশয়ের নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া অফিসে ০৭৪০০/ ২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা পাঁচলা, মৌজা রানীহাটি, জে.এল. নং. ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২৬, ৯৫, ২৭৪, ৫১০/১, ১২৯৫, ১২৯৬, ১২৯৭, এল.আর. ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬ নং দাগে মোট ৯.৩০৯৩ শতক ডাঙ্গা ও ডোবা জমি ডি.এস.আর.-২ হাওড়া অফিসে ০৫১৩০৩৯৪৩/২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. পাঁচলা অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী নিশীথ কুমার ঘোষ,** পিতা ৺অক্ষয় কুমার ঘোষ, সাকিম কানাগড়, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৩/০৫/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-0139/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর,** পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম জোড়া অশ্বত্থতলা, কাজিডাঙ্গা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ২২/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-13382/2024, নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী সুদাম সরকার,** পিতা ৺বিশ্বজিৎ সরকার, সাকিম ছোট খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ০২ কাঠা ০২ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোট খেজুরিয়া, জে.এল. ৪৭, হাল এল.আর. ৬৩৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৬৩ নং দাগে বাগান জমি ০২ কাঠা ০২ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুদাম সরকার,** পিতা ৺বিশ্বজিৎ সরকার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)বৈশাখী দাস** স্বামী ৺জয়ন্ত কুমার দাস, **২)অর্ণব কুমার দাস** পিতা ৺জয়ন্ত কুমার দাস, **৩)দীপঙ্কর দাস** পিতা মধুসূদন দাস, **৪)শুভঙ্কর দাস ও ৫)ভাস্কর দাস** ৪ ও ৫ এর পিতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র দাস সকলের সাকিম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 25/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9541/ 2023 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **হরিশঙ্কর পাল** পিতা হরিনারায়ন পাল সাং আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল হরিশঙ্কর পাল মহাশয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11819/2024 নং দলিল মূলে **ধনঞ্জয় পাইন** পিতা ৺গদাধর পাইন সাকিম আদিসপ্তগ্রাম, দাসপাড়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ৪(চার) কাঠা বিক্রয় করেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ৫০৪, ৫০৩, ১৮৬, ১২৯২ ও ১০৯৩ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ২৩ নং দাগে পুকুর ৩১ শতক তন্মধ্যে ২১.৩৬ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ৪(চার) কাঠা উক্ত দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ধনঞ্জয় পাইন** পিতা ৺গদাধর পাইন তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেতা **তারারানী ঘোষ,** স্বামী- স্বর্গীয় পতিত পাবন ঘোষ, সাং- বি. সি. মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩-এর নামে ডি.এস.আর., হুগলী-তে রেজিস্ট্রিকৃত একটি মূল বিক্রয় দলিল, যার নম্বর I-7168/1969 এবং তারিখ ১৬/০৭/১৯৬৯, সেটি হারিয়ে গেছে। দলিলটি ১০ শতকের মধ্যে ০৫ শতক বাস্তু জমি সংক্রান্ত, বা প্রায় ০৩ কাঠা পরিমাণ। বর্তমানে জমিটি হুগলী জেলার মগরা থানার অন্তর্গত চন্দ্রহাটি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীনে বানপাড়া মৌজা, জে.এল. নং ৩১, খতিয়ান নং আর.এস.-৭১ ও এল.আর.-১৭, দাগ নং আর.এস.-৯১ ও এল.আর.-৯৩-এর মধ্যে অবস্থিত। এই বিষয়ে মগরা থানায় একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত জিডিই নং ৩৪৬/২০২৫, তারিখ ০৬/০৮/২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে আমার মক্কেল **শ্রী শেখর দাস,** পিতা- স্বর্গীয় মনমোহন দাস এবং **শ্রীমতী ঝুমা দাস,** স্বামী- শ্রী শেখর দাস, সাং- ৩ নং এস.এস. কলোনী, শিবপুর, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, উক্ত সম্পত্তির যৌথ মালিক হইতেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত সম্পত্তি বা হারানো মূল বিক্রয় দলিল সম্পর্কে কোনো আপত্তি, দাবি, অধিকার বা তথ্য থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নীচের ঠিকানায় লিখিতভাবে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এই হারানো বিক্রয় দলিল ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো প্রকার লেনদেন করা হলে তা বাতিল এবং অকার্যকর বলে গণ্য হবে।
সুমন দাস (এ্যাডভোকেট), হাই কোর্ট, কলকাতা

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা
দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪,
মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা অনুসূয়া মজুমদার** স্বামী ৺রতীন্দ্র নাথ মজুমদার, পিতা ৺সুধীর কুমার মিত্র, সাকিম ১৪ নং মোহনবাগান লেন, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪ মহাশয়া বিগত ইং ২৪/০৬/২০০৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0031/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী সুকুমার চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺বসন্ত চ্যাটার্জ্জী সাকিম কোঁচাটী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **শ্রী সুকুমার চ্যাটার্জ্জী** মহাশয় উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **১) শ্রীমত্যা অরুনিমা বসু,** স্বামী ৺প্রদীপ কুমার বসু, পিতা ৺রতীন্দ্র নাথ মজুমদার, ও **২)শ্রীমতী নিলাঞ্জনা মজুমদার** পিতা ৺রতীন্দ্র নাথ মজুমদার সকলের সাকিম ১৪ নং মোহনবাগান লেন, শ্যামবাজার মেল, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪, মহাশয়াদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/০৪/২০২৪ তারিখে A.R.A.-II, Kolkata অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04286/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী প্রান্তিকা বসু** স্বামী শ্রী পিনাকী ঘোষ, পিতা বিভাষ চন্দ্র বসু, সাকিম ৪/২২, চন্ডীতলা লেন, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০ মহাশয়াকে ০.০০৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা রাঘব পুর, ৩৫ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ৩৫৫ নং দাগে, এল.আর. ৬৯৯, ৭০১ ও ৭০২ নং খতিয়ানে কলাবাগান ০.০০৬ একর তন্মধ্যে ০.০০৫ একর ও এল.আর. ৩৫৫/৬৩২ নং দাগে, এল.আর. ৮০৯, ৮১০ ও ৮১১ নং খতিয়ানে বাস্তু জমি ০.০২৮ একর তন্মধ্যে ০.০১৮৬ একর সম্পত্তি একুনে দুইটি দাগে, ছয়টি খতিয়ানে ০.০৩৪ একর তন্মধ্যে কমবেশী ০.০২৩৬ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রীমতী প্রান্তিকা বসু** স্বামী শ্রী পিনাকী ঘোষ, পিতা বিভাষ চন্দ্র বসু, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**নীলাঞ্জনা দাস (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি
[illegible] Book IV-12 [illegible]
[illegible]

বিজ্ঞপ্তি
[illegible] Book IV-54 Kolkata (24.06.2016) [illegible]
[illegible]

বিজ্ঞপ্তি
[illegible] Book IV -40 (08.12.2010) Book IV -7 (25.02.2006) 3915 (07.09.2022) [illegible] I-4556/2022
[illegible]
SANDIP DAS, Advocate, District Judge's Court, Bankura

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী এ্যাট চুঁচুড়া
মিস কেস নং- ৮৯/২০২৪

দরখাস্তকারী:- শ্রীমত্যা কেবলী দেবী স্বামী মৃত মুন্না সাউ, গ্রাম -রঘুনাথপুর পোঃ- নয়াসরাই, থানা- মগরা, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২৫১৩। - বনাম- **অপরপক্ষ - শ্রীমত্যা উর্মিলা দেবী দিং**
আমি **শ্রীমত্যা কেবলী দেবী** উপরিউল্লেখিত দরখাস্তকারিনী এই মর্মে সকলকে জানাইতেছি যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার নাবালক পুত্র আয়ুশ সাউ পিতা মৃত মুন্না সাউ গ্রাম- রঘুনাথপুর পোঃ- নয়াসরাই,থানা- মগরা, জেলা- হুগলী পিন - ৭১২৫১৩ ও অন্যান্যদের ১/৫ অংশ মালিকানা থাকে। আমি আমার উক্ত নাবালক পুত্রের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে তাহার ১ ভাগ অর্থাৎ ১/৫ অংশ মাননীয় জেলা জজ মহাশয়ের অনুমতি সহায় বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছি যাহা উক্ত নম্বর মামলাতে উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে। যদি কাহারও উক্ত নম্বর মামলাতে এই ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই নোটিশ প্রকাশনার ৩০দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যক্তি স্বয়ং কিম্বা তাহার পক্ষে মনোনীত কোন উকিলবাবু নিয়োগ করিয়া উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত মামলা এক তরফা শুনানী হইবে।
তপশীল সম্পত্তি (এ): জেলা হুগলী থানা বলাগড়, জে.এল. নং ১২৮, মৌজা দক্ষিণ গোপালপুর ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এল.আর. খতিয়ান নং – ৩৩৮২ (মুন্না সাউ) এবং ৩৩৮১ (সন্তোষ কুমার প্রসাদ)। ১) আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং-১৪০, শালি জমি ১৯৭ শতক। ২) আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৩৭ শুনা জমি ১৪ শতক। ৩) আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৩৮ শুনা জমি ১৬ শতক। দরখাস্তকারিনী এবং তাহার দুই পুত্র **আমন সাউ** এবং **আয়ুশ সাউ** ও দুই কন্যা **পায়েল সাউ** এবং **পুনম সাউ** যৌথে মালিক এবং দখলিকার ৯৮.৫ শতক ১৯৭ শতকের মধ্যে আর.এস. এবং এল.আর. ১৪০ নং দাগে এল.আর. খতিয়ান নং-৩৩৮২। ৭ শতক ১৪ শতকের মধ্যে, আর.এস. এবং এল.আর. ১৩৭ নং দাগে এল.আর. খতিয়ান নং -৩৩৮২। ৮ শতক ১৬ শতকের মধ্যে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং -১৩৮ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৩৮২ । অপর পক্ষগণ যৌথে মালিক এবং দখলিকার ৯৮.৫ শতক ১৯৭ শতকের মধ্যে আর.এস. এবং এল.আর দাগ নং ১৪০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৮১। ৭ শতক ১৪ শতকের মধ্যে আর.এস ও এল.আর. দাগ নং -১৩৭ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৩৮১ । ৮ শতক ১৬ শতকের মধ্যে আর.এস. এবং এল.আর দাগ নং -১৩৮ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩৩৮১ ।
তপশীল সম্পত্তি (বি): জেলা- হুগলী থানা- বলাগড়, জে.এল. নং- ১২৮, মৌজা-দক্ষিন গোপালপুর, ডুমুরদহ - নিত্যানন্দপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৮২ (মুন্না সাউ)। আর.এস ও এল.আর. দাগ নং – ১৪০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৮২ নাবালক আয়ুশ সাউ যৌথে ১/৫ অংশে মালিক ও দখলিকার হইতেছেন ১৯.৭ শতক ৯৮.৫ শতকের মধ্যে। ১.৪ শতক ৭ শতকের মধ্যে আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং - ১৩৭ এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৩৮২ । ১.৬ শতক ৮ শতকের মধ্যে আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং – ১৩৮ এল.আর. খতিয়ান নং – ৩৩৮২ ।
বিনীত
দিলীপ সাহা (এ্যাডভোকেট)
অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী এ্যাট চুঁচুড়া

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ই আগস্ট। ৩১শে শ্রাবন। রবি বার। নবমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র বিংশোত্তোরী ও রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ শ্রী বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। মা ভদ্রাবতী পুজারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বড়বাজারে অটলবিহারী বাজপেয়ীর আবক্ষ মূর্তি, শ্রদ্ধা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, কবি ও রাষ্ট্রনায়ক অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার কলকাতার বড়বাজারে স্থাপিত হল তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি। মূর্তিটি বসানো হয়েছে কালাকার স্ট্রিট ও রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিন ফেসবুকে ছবি-সহ পোস্ট করে জানান, অটলজি শুধু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি ছিলেন একজন কবি, এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক, একজন মানবতাবাদী নেতা এবং ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর নেতৃত্ব, দূরদৃষ্টি ও দেশপ্রেম আমাদের সকলকে প্রেরণা দেয়। তাঁর আদর্শ চিরকাল আমাদের পথ দেখাবে। শ্রদ্ধেয় ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিকে চিরঅম্লান রাখার এই প্রয়াসে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

হাওড়া স্টেশনে পূর্ব রেলের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস পালন। ছিলেন পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ দেওস্কর।

কলকাতা মেট্রো রেলের সদর দপ্তরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। উপস্থিত মেট্রো জিএম পি উদয় কুমার রেড্ডি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র সামিল হলেন গার্ডেনরিচ অবস্থিত সদর দপ্তরে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে।

টিউশনি পড়াতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার শিক্ষিকা, অভিযুক্ত ছাত্রের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিউশন পড়ানোর অজুহাতে এক যুবতীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল ছাত্রের বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লিলুয়া থানার গোলাবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, শনিবার বেলা ১০টা নাগাদ ক্লাস ওয়ানের এক ছাত্রীর বাড়িতে টিউশন পড়াতে যান ১৯ বছর বয়সি এক গৃহশিক্ষিকা। সেই সময় ছাত্র ও তার মা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির ভিতরে একা পেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছাত্রীর বাবা ওই গৃহশিক্ষিকার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।

ভুক্তভোগী তরুণীর দাবি, শ্লীলতাহানির পাশাপাশি অভিযুক্ত ব্যক্তি হুমকি দেয়; এ কথা যদি কাউকে জানানো হয়, তবে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। অভিযুক্তের নাম রাহুল ঠাকুর (৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পেশায় ভ্যানচালক।

অভিযোগ পাওয়ার পর লিলুয়া থানায় মামলা দায়ের করেছেন ওই গৃহশিক্ষিকা। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

জন্মাষ্টমীর দিনে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর সূচনায় বেলুড় মঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিনে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে এই বছরের শারদোৎসবের সূচনা ঘটল হাওড়ার বেলুড় মঠে। শনিবার জন্মাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজো হয়। যার মাধ্যমে বেলুড় মঠে শারদোৎসবের সূচনা হয় এদিন থেকেই। চিরাচরিত প্রথা মেনেই মঠে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়েই বেলুড় মঠে শারদীয়া উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে থাকে প্রতি বছর। সেই চিরাচরিত রীতি-পদ্ধতি মেনেই সোমবার জন্মাষ্টমীর সকালে বেলুড় মঠে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হল এ বছরের দেবীর আবাহন। মঠের এই পুজো ১২৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। ভাবগম্ভীর পরিবেশে মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তির ডান দিকে হয় এই কাঠামো পুজো। চণ্ডীপাঠ পুজারতি ইত্যাদির মাধ্যমে হয় এই পুজো। একপ্রকার এদিন থেকেই দেবী দুর্গার আবাহন শুরু হয়ে গেল বেলুড় মঠে।

শেষ মুহূর্তে বাতিল বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শনিবার রাত ৯টা থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিদ্যাসাগর সেতু যান চলাচলের জন্য বন্ধ রাখার কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল হাওড়া সিটি পুলিশ ও হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স। শনিবার জারি করা এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না, তাই প্রকল্প আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৬ অগস্ট রাত থেকে ১৭ অগস্ট রাত পর্যন্ত সেতু বন্ধ রেখে সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাস সংলগ্ন দুটি জায়গায় স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং পাশাপাশি বিদ্যাসাগর সেতুর স্টে কেবল, হেল্থ মনিটরিং কেবল ও বেয়ারিং বদলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী বিকল্প রুটের নির্দেশিকা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের বিবৃতি অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় কিছু কারণে কাজ চালানো সম্ভব নয় বলে পূর্বনির্ধারিত বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে। সরকারি কর্তাদের আশ্বাস, পরবর্তী সময়ে নতুন সূচি নির্ধারণ করে আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে। ফলে আপাতত বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকছে। প্রতিদিনকার মতোই সেতু ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ও পরিবহণ।

দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইন অংশ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেল সুরক্ষা কমিশনার (উত্তর ফ্রন্ট সার্কেল) সুমিত সিংহল শনিবার দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত ইয়েলো লাইন মেট্রো রুটের পরিদর্শন করেন। তিনি ট্র্যাক, ট্রেন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা সহ মেট্রো চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপ-ব্যবস্থার বিস্তারিত খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেন, যা যাত্রী পরিষেবা চালুর পূর্বশর্ত। এছাড়া তিনি দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ট্রলির মাধ্যমে পরিদর্শন করেন। এর পাশাপাশি, তাঁর উপস্থিতিতে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া এবং ফেরত পর্যন্ত গতিপরীক্ষা (স্পিড ট্রায়াল) অনুষ্ঠিত হয়। মেট্রো রেলের প্রধান মুখ্য অভিযন্তা অনুজ মিত্তাল এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকেরাও এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে মাছ চাষে গতি আনতে ই-অকশানের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মাছ চাষে নয়া দিশা। পাঁচ একরের বেশি আয়তনের সরকারি বা খাস জলাভূমি মাছ চাষের জন্য এবার থেকে ই-অকশানের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল (১৯৯১) সংশোধনের অনুমোদন দিয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে।

এতদিন বড় জলাভূমি লিজ দেওয়ার প্রথা ছিল মূলত অফলাইনে দরপত্র ডাকার মাধ্যমে। এবার থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অনলাইন অকশান প্রক্রিয়াও। এই ব্যবস্থার জন্য একটি পৃথক পোর্টাল তৈরি করবে মৎস্য দপ্তর। সংশোধনীর ফলে জেলাশাসকের নেতৃত্বাধীন কমিটিতে ভূমি ও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের আধিকারিকও যুক্ত হবেন। কারণ, অনেক খালও মৎস্যচাষের আওতায় ব্যবহৃত হয়। নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে লিজের আর্থিক সীমা নিয়েও। এতদিন জেলা কমিটি ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারত, তার বেশি হলে রাজ্য স্তরে অনুমোদন লাগত। এখন সেই সীমা বাড়িয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বদল এনেছে সরকার। আগে প্রথমবার দরপত্রে সুযোগ থাকত কেবল ফিশারম্যান কোঅপারেটিভ সোসাইটি, ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য। শিল্পোদ্যোগী ও ব্যক্তিগত আবেদনকারীরা আসতে পারতেন কেবল দ্বিতীয়বার দরপত্র ডাকা হলে। নতুন সংশোধনীতে প্রথমবারেই শিল্পোদ্যোগীরাও অংশ নিতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে এক 'কমিটি অফ মিনিস্টার্স' গঠন করেছিলেন। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধনী আনল রাজ্য। বিশেষজ্ঞ মহলের আশা, এর ফলে রাজ্যে মাছ চাষ আরও গতি পাবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ অগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

সল্টলেক ডেলিভারি বয়ের মৃত্যু: পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা-সহ একাধিক ধারায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকে দুর্ঘটনার জেরে জীবন্ত পুড়ে ডেলিভারি বয়ের মৃত্যুর ঘটনায় সল্টলেকের একে ব্লকে জারি ধরপাকড়। পুলিশ সূত্রে খবর, মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল সুরজিৎ সরকার, সায়ন ঘোষ, আকাশ দাস, মিঠুন হালদার ও রাহুল সরকার। কেষ্টপুরের সিদ্ধার্থ কলোনি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা, মারধর-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

গত বুধবার বিকেলে সল্টলেক একে ব্লকের কাছে নতুন ব্রিজের কাছে একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা মারে। বিস্ফোরণ ঘটে। রাস্তাতেই পুড়ে খাক হয়ে যায় গাড়িটি। এদিকে, ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ডেলিভারি বয় সৌমেন মণ্ডলের। তাঁর সঙ্গে ছিল বাইক। অসাবধানবশত রেলিংয়ে আটকে যান ডেলিভারি বয়। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে ডেলিভারি বয়কে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থলেই জ্বলন্ত পুড়ে যান তিনি। এরপরই এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, খবর দেওয়ার বেশ কিছুটা পর দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তাই দমকল কর্মীদের লক্ষ্য করে উত্তেজিত জনতা ইটবৃষ্টিও করে। পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে গাফিলতির অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকাপয়সা নিতে ব্যস্ত পুলিশ। অথচ পথ নিরাপত্তার বিষয়ে কোনও গুরুত্ব নেই। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই ডেলিভারি বয়কে উদ্ধার না করে পুলিশ ভিডিও করতে ব্যস্ত ছিল বলেই অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছোড়া হয়।

চাকরিহারা শিক্ষকের মৃত্যু ঘিরে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে সরব পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার দুপুরেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল আরএন টেগোর হাসপাতালে। সুবলের দেহ 'লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে' বলে অভিযোগ করেন হাসপাতালে উপস্থিত সুবলের সহকর্মীদের একাংশ। আর তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তোলা হয়। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার পরেই পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের তরফ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, যাঁরা এই ধরনের খবর রটিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে জানানো হয়, 'কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পুলিশ নাকি পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেয়নি। অথচ, মৃতের পরিবারের সদস্যরা সর্বক্ষণই হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত ফরম্যালিটি পূরণ করার পর পরিবারের লোকজনের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে।' এর পরেই পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ধরনের ভুয়ো তথ্য যাঁরা ছড়িয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার আরএন টেগোর হাসপাতালে মৃত্যু হয় পশ্চিম মেদিনীপুরেরর শিক্ষক সুবল সোরেনের। চাকরি হারিয়ে মানসিক চাপে ছিলেন তিনি, এমনই দাবি করেছেন মৃতের স্ত্রী। খবর জানার

পরেই মুকুন্দপুর আর এন টেগোর হাসপাতালের ৪ নম্বর এক্সিট গেটে সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। হঠাৎ করে দেখা যায়, একটা শববাহী গাড়ি সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথমে তাঁরা বুঝতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে আর একজন চাকরিহারা শিক্ষক এসে জানান, ওই গাড়িতেই তোলা হয়েছে সুবল সোরেনের দেহ। পুলিশ কিছু না জানিয়েই দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। গাড়িটি সামনের একটি ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়াতেই তার সামনে শুয়ে বিক্ষোভ দেখতে শুরু করেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। পরে পুলিশ তাঁদের হঠিয়ে দেয়।

পরিবারের দাবি, ১১ অগস্ট ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুবল। কলকাতায় ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সুবলকে। শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। সুবল চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন। ডেবরা ব্লকের বৌলাসিনি হাইস্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন তিনি।

শ্লীলতাহানির চেষ্টা কেষ্টপুরে

■ দিনে দুপুরে শ্লীলতাহানির ঘটনা কেষ্টপুরে। সূত্রে খবর, এক ব্যক্তি মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি একটি শুনশান গলিতে মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। এই ঘটনার জানার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘিরে ধরে অভিযুক্তকে মারধর করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লিতে একটি চিমনি এবং ওয়াশিং মেশিনের দোকান রয়েছে। সেই দোকানেই কর্মরত মহিলা জানান, এক ব্যক্তিকে তিনি ডেকে এনেছিলেন ভাঙাচোরা জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর মহিলা ওই ব্যক্তিকে জিনিসগুলি দেওয়ার জন্য দোকানের পিছনে নিয়ে যান। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় ওই ব্যক্তি মহিলাকে পিছন থেকে জাপটে ধরেন। সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা দ্রুত তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

দুর্ঘটনায় আহত ডেলিভারি বয়

■ সল্টলেকে ফের সড়ক দুর্ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে সিটি সেন্টারের কাছে একটি চারচাকা গাড়ি ধাক্কা মারে ডেলিভারি বয়ের স্কুটিতে। সংঘর্ষের জেরে স্কুটি চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে নেমে এসে ওই চালক উল্টে আহত যুবককেই মারধর করেন। পরে পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার পর দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। এরপর স্থানীয়রা আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে সংঘর্ষ হল, কারও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সল্টলেকে এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ডেলিভারি বয়ের সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল। মাত্র দু'দিন আগে কেষ্টপুর সংলগ্ন ৮ নম্বর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক ডেলিভারি বয়ের বাইকে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি।

রূপা গাঙ্গুলির মাতৃবিয়োগ

■ শুক্রবার স্বাধীনতা দিবসের রাতে প্রয়াত হলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলির মা। সমাজমাধ্যমে সে কথা জানিয়ে রূপা লেখেন, মা চলে গেলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছিলেন রূপা গাঙ্গুলির মা যুথিকা গাঙ্গুলি। শুক্রবার সেই যুদ্ধ শেষ করে পরলোকে গমন করেন যুথিকা দেবী। শুক্রবার রাতেই অভিনেত্রীর মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগেও একাধিকবার অসুস্থতার জেরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন যুথিকাদেবী। সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীর পোস্টেও শোকজ্ঞাপন করেছেন তাঁর অনুরাগীরা। জানা যায়, ছোট থেকে প্রায় একা হাতে মেয়েকে মানুষ করেছেন যুথিকা দেবী। সেই সময় অভিনেত্রীর বাবা থাকতেন বাংলাদেশে।

স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে অসুস্থ ৩৫ এসএসকেএম পৌঁছে খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিবারের মতো এবারও রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ৩৫ জন পড়ুয়া। এরপর তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সূত্রে খবর, রেড রোডে আয়োজিত বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন এই পড়ুয়ারা। এদিকে কী কারণে এতজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কড়া রোদেই এই সব পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে থাকতে পারেন।

এদিকে অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে রেড রোড থেকে হাসাপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মাও। এদিকে জানা গিয়েছে, অসুস্থ পড়ুয়াদের চিকিৎসার জন্য উচ্চ পদমর্যাদার চিকিৎসকরা হাসপাতালে আছেন। অসুস্থ শিশুদের শারীরিক পরীক্ষা চলছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকেই রোদ-বৃষ্টির খেলা চলছে কলকাতায়। তবে আবহাওয়া বেশ তপ্ত। বৃষ্টি হলেও তা কয়েক মিনিট স্থায়ী থাকছে। এই পরিস্থিতিতে রোদের তেজ বেশ তীব্র। সেই রোদে বেশিক্ষণ থাকার জেরে পড়ুয়াদের এই অবস্থা হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৩৯ জনকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার মধ্যে একজন ফতেমা শেখ খুব অসুস্থবোধ করছিল। আমি ওর সঙ্গে ১০ মিনিট কথা বলে এসেছি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। চুলটা ভেজা ছিল। মোটা গার্ডার দিয়ে বাঁধা ছিল এতক্ষণ। চুল খুলে দিয়ে এসেছি। ভালো হয়ে যাবে।' এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি পড়ুয়ার সঙ্গেই দেখা করেন। তিনি বলেন, 'সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার হয়েছে। ওদের জলখাবার দেওয়া হয়েছিল। ডিহাইড্রেশনে একটা বন্ধুকে অসুস্থ হতে দেখে পরপর সবাই অসুস্থবোধ করতে শুরু করে দেয়। আমি ওদের আদর করে এসেছি। মিষ্টি খাইয়েছি। ছবি তুলেছি ওদের সঙ্গে। এখন স্টেবল আছে সকলেই।'

মমতা ব্যানার্জি ফ্যাসিস্টবাদী হয়ে গেছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জি এখন ফ্যাসিস্টবাদী হয়ে গেছেন। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বাসিন্দা চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, কোনও মৃত্যুই কাম্য নয়। মমতার সরকার যোগ্য অযোগ্য বাছাই করতে না পারায়, চাকরিহারা শিক্ষকদের আজ এই হাল। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি এখন ফ্যাসিস্টবাদী হয়ে গেছেন। মমতাকে ক্ষমতায় আনার জন্য তাঁরা অনেক লড়াই করেছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এখন নিজের এবং তাঁর পরিবারের 'আয়' নিয়েই বেশি চিন্তিত। বিজেপি নেতার আরও দাবি, আগে থানার ডাকবাবুরা পুলিশ সুপারের কাছে টাকা পাঠাতেন।

এখন ডাকবাবুরা সরাসরি মমতা ব্যানার্জির কাছে টাকা পাঠাচ্ছেন। চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে ধরনা দিন। অন্যথায় দিল্লিতে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের সামনে বসে পড়ে ধরনা দিন। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের এক নার্সের সিঙ্গুরের একটি নার্সিংহোমে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি সমস্ত ঘটনা এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শ্রীরামপুরের ওয়ালশ হাসপাতাল থেকে নার্সের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মৃতার পরিবার এবং রাজনৈতিক নেতাদের চাপে কল্যাণীর এইমসে মরদেহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, অভয়ার ঘটনাকে যেমন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি নার্সের মৃত্যুর ঘটনাও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক নেতারা ওই অসহায় পরিবারের পাশে না দাঁড়ালে নার্সের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হত। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের এজেন্সির ওপর এখন সাধারণ মানুষের আর আস্থা নেই। মানুষের ভরসা এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি নিজের স্বার্থে পুলিশকে এখন চাকর-বাকর বানিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাক থামিয়ে পয়সা তুলছে।

অনুপ্রবেশে বদলাচ্ছে জনবিন্যাস, ইতিহাস আড়াল করছে তৃণমূল-বাম, ক্ষুব্ধ শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসক তৃণমূল ও অতীতের বামেদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল জমানা পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জনবিন্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এখনও সেই প্রক্রিয়া চলছে। এই অনুপ্রবেশের ভয়ঙ্কর দিক হল ওপার বাংলার বাঙালি পরিচয়ের আড়ালে জামাতের র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা এ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু এলাকায় প্রকাশ্য সভা থেকে বলা হচ্ছে; মোঘলদের থেকে ব্রিটিশরা জমি, নদী, পুকুর কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের দিয়েছে। লালকেল্লা, তাজমহল আমাদের। সেগুলো ফের দখল করতে হবে। অথচ, এই বিপজ্জনক উসকানির বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাঁর মতে, এ কারণেই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যা একেবারেই স্বাভাবিক।

ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, ১৬ অগস্ট বাঙালি হিন্দুদের কাছে ভয়ের দিন। ওই দিনে গোপাল মুখোপাধ্যায় রুখে না দাঁড়ালে কলকাতার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠত। সেই সময়ে 'জয়সোয়াল' সমাজ নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে লোহা, আনাজ সরবরাহ করে তাঁকে সাহায্য করেছিল। যদিও কংগ্রেস, বাম ও বর্তমান তৃণমূল; সকলে মিলে সেই ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর অভিযোগ, আদতে এরা এক, রাজ্যে কুস্তি খেললেও দিল্লিতে দোস্তি করে লোকসভা অচল করার অপচেষ্টা চালায়।

ফের গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি মহানগরে, বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে তা এখন ওড়িশার দক্ষিণ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর উপকূলের কাছে রয়েছে, বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা অনেকটাই দূরে থাকায় উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও নতুন সতর্কতাও জারি নেই এই মুহূর্তে। তবে আগামী বুধবার পশ্চিম-মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। যদিও বাংলায় এর প্রভাব খুব একটা পড়বে না বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজি কৃষ্ণ রূপে...। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খুদেদের রাধা-কৃষ্ণ সাজ। বেলেঘাটা পার্থসারথি মন্দিরে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

'খেলা হবে দিবস' পালন মুখ্যমন্ত্রীর, ক্রীড়া জগতে আরও এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'খেলা হবে দিবস' পালন করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার এই উপলক্ষে সমস্ত ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়াপ্রেমী এবং সাধারণ মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিজের শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি খেলাধুলোর উন্নয়নে সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান ফুটবল থেকে শুরু করে ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স, যোগা, আর্চারি, টেবিল টেনিস, জাতীয় স্তরে সাফল্য পেয়েছে। খেলার পরিকাঠামো উন্নত করতে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে ৮টি স্টেডিয়াম, ৪টি যুব হোস্টেল, ৬টি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ৭৬টি মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ৪ হাজারের বেশি মাল্টি-জিম, ৬টি সুইমিং পুল এবং ৪২টি খেলার মাঠ।

ফুটবল, মহিলা ফুটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, রাইফেল শ্যুটিং ও বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ দিতে স্পোর্টস আকাডেমিও চালু হয়েছে। এর পাশাপাশি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য। ক্রীড়াবিদদের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার ২ কোটি টাকার বেশি অনুদানও দিয়েছে।

'খেলা হবে' প্রকল্পের মাধ্যমে খেলার সরঞ্জাম ও আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ক্যাম্পাসে। ৩৪টি ক্রীড়া সংগঠনকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের তরুণ ফুটবলারদের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ, বিজয়ী বাংলার ফুটবল দলের ২১ জন খেলোয়াড়কে রাজ্য পুলিশে চাকরি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবকদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার জন্য সরকার সবসময় পাশে রয়েছে। ৪৩৪টি ব্লকে 'খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার', 'খেলো ভারত', 'জীবন ক্রীড়া' ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছে। ৫৮০০ টিরও বেশি ক্লাব ও সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি খেলাগুলোকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবছর 'খেলা হবে দিবস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড' চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলার খেলাধুলার উন্নয়নে আগামী দিনেও একইভাবে কাজ চালিয়ে যাবে সরকার।

'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর ৮০ বছর পরে আলিপুরে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: শনিবার আলিপুরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদকারী ও তৎকালীন বাঙালি হিন্দুদের রক্ষাকর্তা গোপাল মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, গোপাল মুখোপাধ্যায় যদি না থাকতেন, তাহলে আজ কলকাতায় কোনও হিন্দু থাকতেন না। কলকাতা থাকত বর্তমান বাংলাদেশের অংশ হিসেবে, অতীতের পাকিস্তানে। তাই তাঁর মূর্তি স্থাপন করে যারা এই মহান কার্য করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই। শুভেন্দু জানান, 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর ৮০ বছর বাদে এই প্রথম কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেছেন। তাঁর দাবি, এমন ঐতিহাসিক মিছিল এর আগে কখনও হয়নি। আমরা আশাবাদী, গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অধরা স্বপ্ন একদিন পূরণ করতে পারবো।

১৯৪৬ সালের অগস্টে সংগঠিত 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন গোপাল মুখোপাধ্যায়।

শুভেন্দুর শ্রদ্ধার্পণ

তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল একাধিক প্রতিরোধ আন্দোলন, যা দাঙ্গার আগুনে ঝলসে যাওয়া কলকাতায় বাঁচিয়েছিল বহু নিরীহ মানুষকে। কঠিন সময়ে তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ তাঁকে আজও বাংলার হিন্দু সমাজে স্মরণীয় করে রেখেছে। শনিবারের এই মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান ও মিছিলের মধ্য দিয়ে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা জানালেন উপস্থিত হাজারো মানুষ।

সম্পাদকীয়

উল্লেখ নেই স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার, তবু জিএসটি সংস্কারে আশার আলো

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। জিএসটির কাঠামোয় বড়সড় সংস্কারের ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর কথা অনুযায়ী আরও সরলীকরণ করা হবে জিএসটি ব্যবস্থায়। কমবে সাধারণ মানুষের উপর করের চাপ। তবে ঘোষণার কোথায় স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার উল্লেখ নেই। যা মধ্যবিত্তের দীর্ঘদিনের চাহিদা।তবুও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছে আম জনতা।লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দিওয়ালিতে বড় উপহার পাবেন আপনার। কর ব্যবস্থাকে সরল করা হয়েছে, জিএসটি আনা হয়েছে। ৮ বছর বাদে তা আবার রিভিউ করা হচ্ছে। দিওয়ালির মধ্যে নেক্সট জেনারেশন জিএসটি রিফর্ম আনা হবে। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, সাধারণ পণ্যে যে করের বোঝা ছিল, তা অনেকটা কমিয়ে আনা হবে। ফলে উপকৃত হবে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। সুরাহা মিলবে এমএসএমই-তে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অনেকটাই সস্তা হয়ে যাবে। দেশবাসীর সুবিধা হবে। প্রধানমন্ত্রী খোলসা না করলেও শোনা যাচ্ছে ১৮ ও ১২ শতাংশ স্ল্যাব তুলে দেওয়ার ভাবনা চিন্তা চলছে জিএসটি থেকে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ১ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি এনেছিল। ৮ বছর বাদে সেই জিএসটি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এর জন্য একটি হাই-পাওয়ার্ড কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটি জিএসটি কাঠামো রিভিউ করছে। রাজ্যগুলির সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলেছে কেন্দ্র। মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অর্থনীতি মজবুত রয়েছে। মাক্রো-ইকোনমিও মজবুত রয়েছে। ইউপিআই ব্যবস্থার অগ্রগতিও প্রশংনীয়। সব মিলিয়ে খুব শীঘ্রই ওই লক্ষ্য অর্জন করে ফেলবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরই মধ্যে জিএসটিতে রিফর্মের উদ্যোগ, নিঃসন্দেহে মোদি সরকারের একটা কার্যকরী প্রয়াস।

শব্দবাণ-৩৬১

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. ভিত, ভিত্তি ৩. রামায়ণে এই প্রাণীটির দেখা মেলে ৬. মহাবিশ্ব ৭.খুব ভালো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অচিরস্থায়ী, অপাকা ২. পণ্যদ্রব্যের জুয়াড়ি ৪. তড়িদাহত ৫. খ্যাতি লাভ করেছে এমন, খ্যাতিমান।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৬০

পাশাপাশি: ১. গ্রাম্যতা ২. ন্যাওটা ৫. আউল ৮. তীক্ষ্ণাধী ৯. খলট।

উপর-নীচ: ১. গ্রাহক ৩. টাইপ ৪. ধাউড় ৬. প্রস্তুতি ৭. ফোকট।

জন্মদিন

আজকের দিন

সচিন

১৯৪১ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ভেনুগোপাল রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সচিনের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর জন্মদিন।*

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও জন্মাষ্টমী ভাবনা

রূপম চক্রবর্ত্তী

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের রাত ছিল গভীর অন্ধকার। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব দেখলেন শিশুটি চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। দেখে তিনি বুঝতে পারলেন জগতের মঙ্গলার্থে পূর্ণরূপে নারায়ণ তাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। বসুদেব করজোড়ে প্রণাম ও বন্দনা করলেন এবং পরে দেবকীও প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন। কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন জেনে জন্মরাত্রেই কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বসুদেব তাকে গোকুলে তার পালক মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের কাছে রেখে আসেন। কৃষ্ণ ছাড়া বসুদেবের আরও দুই সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়েছিল। প্রথমজন বলরাম (যিনি বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন) এবং সুভদ্রা (বসুদেব ও রোহিণীর কন্যা, যিনি বলরাম ও কৃষ্ণের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন)। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, 'মানসিক যোগের' ফলে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সেযুগে এই ধরনের যোগ সম্ভব ছিল।

আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে এই দিনে এক বৈরী সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের উদ্দেশ্যে নিরাকার ব্রহ্ম বসুদেব ও দেবকীর সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। দ্বাপর যুগে ওই সময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল। কতিপয় রাজা রাজধর্ম, কুলাচার, সদাচার ভুলে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায়, অবিচারে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মথুরার রাজা কংস পিতা উগ্রসেনকে উৎখাত করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। একই রকম ত্রাসের শাসন চালিয়েছিলেন জরাসন্ধ, চেদিরাজ, শিশুপাল-সহ অনেক রাজা। রাজা জরাসন্ধ একাই ৮৬ জন যুব রাজাকে বলি দেওয়ার জন্য কারাগারে রেখেছিলেন। এ ছাড়া হস্তিনাপুরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন দুর্যোধন-দুঃশাসন। এ হেন অধর্ম-অবিচার নির্মূল করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের মর্তে আগমন। তাই শ্রীকৃষ্ণ মর্তে এসে একে একে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও কৌরবদের দর্পচূর্ণ করে, তাঁদের পাপসৌধ ধ্বংস করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করলেন।

১২৫ বছর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা আমাদের দেখিয়েছেন তাঁর রসামৃত আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করছে। তাই প্রতি বছর ভাদ্রের জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালনের জন্য বিশ্বের কোটি কোটি নরনারী অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন। মানব জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি এবং পাপ থেকে বিরত থাকা। পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় মানব জীবনের মুক্তি ও পাপ মুক্ত হওয়ায় নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর দিব্য জীবনামৃত মানবতার বিশ্ব গড়ে সুন্দর ও সুখময় জীবনযাপনের নির্দেশনা দিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণের আগমন শিক্ষা এবং আধ্যাত্ম ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আজও লাখ লাখ মানুষ অবহিত নহে। দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈত আর অদ্বৈত বাদের বেড়াজালে আবদ্ধ। ভজন পূজনে আর ভক্তিতে পুরুষাণুক্রমিক চলে আসছে। কেউ বলছেন কৃষ্ণ অবতার আবার কেউ বলছেন ভগবান। হিন্দু ধর্মের নাম সত্য সনাতন ধর্ম। যাহা অতীতে ছিল বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এ ধর্ম বৈদিক বা বৈদান্তিক ধর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে নানা বৈদিক শাস্ত্র জ্ঞান অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

যমুনা নদীর তীরে ঘনজনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর মথুরায় রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে ১৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মথুরা নগরী। মথুরার মধ্যিখানে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির। এখানেই প্রচণ্ড অত্যাচারী রাজা কংসকে নিধন করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপর যুগে অধর্মের নাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মথুরায় অন্য সব মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দিরে পূণ্যার্থীদের ভিড় থাকে সবচেয়ে বেশি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনটি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী নামে পালিত হয়।কৃষ্ণ যাদব-রাজধানী মথুরার রাজপরিবারের সন্তান। তিনি বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র। তার পিতামাতা উভয়ের যাদববংশীয়। দেবকীর দাদা কংস তাদের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একটি দৈববাণীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে তিনি দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রথম ছয় পুত্রকে হত্যা করেন। দেবকী তার সপ্তম গর্ভ রোহিণীকে প্রদান করলে, বলরামের জন্ম হয়। এরপরই শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের রাত ছিল গভীর অন্ধকার। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব দেখলেন শিশুটি চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। দেখে তিনি বুঝতে পারলেন জগতের মঙ্গলার্থে পূর্ণরূপে নারায়ণ তাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। বসুদেব করজোড়ে প্রণাম ও বন্দনা করলেন এবং পরে দেবকীও প্রার্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করলেন। কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন জেনে জন্মরাত্রেই কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বসুদেব তাকে গোকুলে তার পালক মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের কাছে রেখে আসেন। কৃষ্ণ ছাড়া বসুদেবের আরও দুই সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়েছিল। প্রথমজন বলরাম (যিনি বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন) এবং সুভদ্রা (বসুদেব ও রোহিণীর কন্যা, যিনি বলরাম ও কৃষ্ণের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন)। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, 'মানসিক যোগের' ফলে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সেযুগে এই ধরনের যোগ সম্ভব ছিল।

বসুদেব বারবার সেই শিশু শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন কিভাবে তাঁর এই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্তটি তিনি উদযাপন করবেন। তিনি ভাবলেন, তাসাধারণত যখন পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, মানুষ তখন মহোৎসব করে, আর পরমেশ্বর ভগবান আজ আমার গৃহে আমার সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কত মহা আড়ম্বরে আমার এই উৎসব পালন করা উচিত।দ বসুদেব, যাঁর আরেক নাম আনকদুন্দুভি, যখন তাঁর নবজাত শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে আনন্দে এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, তিনি তখন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হাজার হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের দান করতে ইচ্ছা করলেন। বসুদেবের মনে আর যখন কোন সংশয় রইল না যে, এই নবজাত শিশুটিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তখন তিনি করজোড়ে প্রণিপাত করে তাঁর বন্দনা করতে শুরু করলেন। বসুদেব তখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে কংসের ভয় থেকে মুক্ত হলেন। সেই শিশুটির অঙ্গকান্তিতে সেই ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কৃষ্ণের খোঁজ পাওয়া গেলে কংস পুতনা নামক এক রাক্ষসীকে পাঠান শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করতে। পূতনা যখন শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে তুলে নিচ্ছিল, তখন রোহিণী এবং যশোদা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাকে নিষেধ করেননি, কেননা সে এত সুন্দর সজ্জায় ভূষিতা ছিল আর তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সে যে বাৎসল্য স্নেহ প্রদর্শন করেছিল, তাতে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ স্থান পায়নি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, সে একটা সুন্দর খাপে ঢাকা তলোয়ার। পূতনা তার স্তনে অতি তীব্র বিষ লাগিয়ে এসেছিল এবং শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়েই সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে তার স্তন দান করল, যাতে সেই স্তন্য পান করা মাত্রই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ সেই স্তন করে দুগ্ধরূপী বিষের সঙ্গে সেই রাক্ষসীর প্রণবায়ুও শোষণ করে নিল। শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, সেই রাক্ষসী যেহেতু তার বুকের দুধ দান করবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল, তাই তিনি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন এবং তার সেই কার্যকলাপ মাতৃবৎ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তার বীভৎস্য কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তাকে তৎক্ষণাৎ সংহার করেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হওয়ার ফলে সে মুক্তি লাভ করেছিল। মাত্র ৬ মাস বয়সেই পুতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেন তিনি যাঁর উচ্চতা ছিল ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ।

কালীয় নামে একটি বিরাট সাপ যমুনার জল বিষাক্ত করে রেখেছিল। এই জল পান করে রাখাল ও গরুর মৃত্যু হত প্রায়শই। বালক কৃষ্ণ এই কালীয় নাগকে অপরাধের শাস্তি দেয়।হিন্দু চিত্রকলায় অনেক স্থানেই বহুফণাযুক্ত কালীয় নাগের মাথার উপর নৃত্যরত কৃষ্ণের ছবি দেখা যায়।এধরনের দৈত্যাকৃতির শত্রুদের বিরুদ্ধে তার একক হামলা ও তাদের পরাস্ত করার কৌশলাদি যে কোন চৌকশ মেধাবী সামরিক কর্মকর্তার দুর্ধষতাকে হার মানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, প্রথাগত বৈদিক ধর্ম ও তার দেবদেবীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণের এই অবস্থান, আধ্যাত্মিক ভক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। জীবকুলে তিনি সত্যের বাণী স্থাপন করেছেন। ন্যায়ের পক্ষে ভগবদ্ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে জীবশিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্ম করেছেন। আগামী দিনে সত্যের পথে চলার মতো আলোকবর্তিকারূপে বিভিন্ন শিক্ষা দিয়ে গেছেন।আর এই কারণেই সকল সময়ে সর্বত্র তার স্তব হয়। তিনি জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলেই যুগে যুগে উচ্চরিত হবে তার নাম। 'কৃষ্' মানে সত্তা আর 'ণ্' এর অর্থ হলো আনন্দ। এই দুই মিলিয়েই তিনি কৃষ্ণ। সেই পরমপুরুষ মহাবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পৃথিবী থেকে দূর হোক সকল অসত্য, অন্যায়, অধর্ম।

জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণজন্মাষ্টমী হিন্দুদের একটি ধর্মীয় উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করেই শুভ জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন মন্দিরে কৃষ্ণপূজা, তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তন, গীতাযজ্ঞ, পদাবলি কীর্তন এবং ঘরে ঘরে ভক্তরা উপবাস থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা ও পূজা করে থাকেন। এই সময় জন্মাষ্টমী মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। এর অপর নাম কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমী রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ইত্যাদি। কৃষ্ণভক্তদের বিশ্বাস, জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করলে সব পাপমোচন ও প্রভূত পুণ্য অর্জিত হয়। এই ব্রত যারা নিয়মিত পালন করেন তাদের সন্তান, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয় এবং পরকালে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি ভরে শ্রীকৃষ্ণ নাম পাঠ করলে, ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তদের অযাচিতভাবে কৃপা করেন। সমস্ত মনস্কামনা পূরন করে দেন। আমাদের চিত্তবৃত্তিকে যেন আরো সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ করে তোলেন এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রার্থনা করছি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন, ত্রাণ বিলি সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বন্যা কবলিত এলাকাবাসীদের হাতে তুলে দিলেন ত্রাণ।

জানা গিয়েছে, শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের যাদববাটি এলাকায় পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পুনর্ভবা নদী। এর ফলে শুক্রবার ভোরে পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। প্রায় ৪০ মিটারের মত পুনর্ভবা নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে যাদববাটি, গোনাহার, সুতোইল প্রভৃতি বেশকিছু গ্রাম জলে প্লাবিত হয়ে যায়।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বিধানসভার অন্তর্গত যাদববাটি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বন্যা দুর্গত মানুষদের ত্রাণ বিতরণ করলাম। প্রতিবছর এখানে বাঁধ ভাঙছে। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি। ইঞ্জিনিয়াররা জানালেন এটা সেচ দপ্তরের হাতে নেই। পঞ্চায়েত দপ্তরের হাতে রয়েছে। কিন্তু কোনও পঞ্চায়েত এত বড় বাঁধ নির্মাণ করতে পারবে না। তাই পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে এই কাজটি করার জন্য সেচ দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া প্রয়োজন। তবেই সেচ দপ্তর এই বাঁধের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে। এটা বাৎসরিক দুর্গাপূজার মতো হয়েছে প্রত্যেক বছরই বাঁধ ভাঙছে।'

ঠিকাদারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ বানভাসি এলাকার শতাধিক বাসিন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভূতনির বাঁধের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা এক ঠিকাদারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন বানভাসি এলাকার শতাধিক বাসিন্দা। ওই ঠিকাদারের সঙ্গে রীতিমতো তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে পুলিশকে ঘটনাস্থলে এসে ওই ঠিকাদারকে বিক্ষোভের মুখ থেকে উদ্ধার করতে হয়। গত বৃহস্পতিবারের এমন ঘটনার ছবি ভূতনি থেকেই কেউ বা কারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দিয়েছে (ভাইরাল হওয়া ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন')। তার পর থেকেই রীতিমতো শোরগোল পড়েছে মালদায়।

এদিকে, ভূতনির বাঁধ নির্মাণের প্রথম থেকে যে দুর্নীতি হচ্ছিল এবং যে ঠিকাদার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করে পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবি করেছে বিজেপি এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'দীর্ঘ দিন ধরেই ভূতনির মানুষ গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা সমস্যা নিয়ে জেরবার হয়ে রয়েছেন। প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। কিন্তু একাংশ ঠিকাদাররা সরকারের টাকা তছরুপ করছে। কোনও সময়ের জন্য ভাঙন প্রতিরোধে ভালো কাজ করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে ভূতনির বাঁধ নির্মাণ হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঁধ গঙ্গার জলে ভেঙে গেল। এই ঘটনায় কয়েকজন ঠিকাদারের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের কথা জানতে পেরেছি। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাব।'

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আনন্দ ঘোষ নামে ওই ঠিকাদার দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই মানিকচক এবং ভূতনির ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করে আসছে। কাজের নামে সরকারি কোটি কোটি টাকা তছরুপ করেছে। আমরা ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনকেও জানাব।' তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'ভূতনির প্রায় ১৪ কিলোমিটার এলাকার ভাঙন প্রতিরোধের কাজের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তারা কয়েক বছর আগে হাত গুটিয়ে চলে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করছে সেচ দপ্তর। তবে কোথাও কোনও রকম যদি অনিয়ম হয়ে থাকে, তার জন্য প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

বানভাসি মানুষদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গোটা এলাকায় একমাত্র সেচ দপ্তরের অধীনস্থ ঠিকাদার আনন্দ ঘোষ কাজ করে চলেছেন। রীতিমতো একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেই ভাঙন ও বন্যার কাজের নামে সরকারি অর্থ তছরুপ করছেন। গত কয়েক মাস আগে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ভূতনির যে বাঁধটি তৈরি করা হয়েছিল, তার কাণ্ডারি ছিলেন ওই ঠিকাদার আনন্দ ঘোষ। তাঁকেই এদিন সামনে পেয়ে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এরকম ঠিকাদারদের জন্যই ভূতনির বেহাল অবস্থা বলে অভিযোগ তুলেছেন বানভাসি এলাকার মানুষেরা।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার আনন্দ ঘোষ বলেন, 'যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি অনেকদিন আগেই এখন ঠিকাদারির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। কিছু মানুষ আমাকে ওই দিন আমাকে নানান অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। এর পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে।' জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, বাঁধের যে অংশটি কেটে গিয়েছিল, সেটি আপাতত জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে মেরামতি করা হয়েছে। নদীর জল এখন আর প্রবেশ করছে না। সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে।

ফের 'মাও' পোস্টারে বন্ধের ডাক, কোনও প্রভাবই পড়ল না এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, তালডাংরা: বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার রুকনি খালের পর এবার ওই থানারই পাঁচমুড়া কলেজ মোড় এলাকায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার হল। শনিবার সকালে এলাকায় একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা একই বয়ানের একটি পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই পোস্টারের মাধ্যমে শনিবার বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হলেও কোনও প্রভাবই পড়েনি এলাকায়। এলাকায় জনজীবন একেবারে স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা দিবসের সকালে বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার রুকনি খালের কাছে বিদ্যুতের খুঁটিতে সাঁটানো একটি মাওবাদী পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। পোস্টারে মাওবাদী নেতা কিষেণজি ও শশধরের মৃত্যুর বদলার পাশাপাশি মাও নেতা প্রশান্ত বোস ও বিকাশের মুক্তির দাবি জানানো হয়। এর পাশাপাশি আদিবাসীদের পাট্টা দেওয়া এবং ১৬ অগস্ট বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয় পোস্টারে। বাংলা বনধ না-মানলে মৃত্যুদণ্ডের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় পোস্টারে। এই পোস্টার উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শনিবার তালডাংরা থানারই পাঁচমুড়া কলেজ মোড় এলাকাতেও একই হাতের লেখা ও বয়ানের অপর একটি পোস্টার বিদ্যুতের খুঁটিতে সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ওই পোস্টার ছিঁড়ে দেয়।

মাওবাদীদের নামাঙ্কিত পোস্টারে বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হলেও, তার কোনও প্রভাবই পড়েনি এলাকায়। বাঁকুড়ার তালডাংরা-সহ জেলার সর্বত্রই বাস চলাচল যেমন স্বাভাবিক রয়েছে, তেমনই জনজীবনও রয়েছে একেবারে স্বাভাবিক। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, এই পোস্টারগুলোর সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশের একাংশের দাবি, স্থানীয় কেউ বা কারা এলাকায় বিভ্রান্তি ছড়াতে এই পোস্টার দিয়েছে।

প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্বাধীনতা দিবসের সকালটা ভালো কাটেনি বুলা চৌধুরীর। সকালে উঠে জানতে পারেন তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে চুরি হয়েছে। তাঁর ভাই ফোন করে জানান, ট্রফি, মেডেল সব চুরি গিয়েছে। ঘর তছনছ, এমনকি ঠাকুর ঘরে রাখা লক্ষ্মীর ঘট, বাথরুমের কলও চুরির তালিকায় রয়েছে। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে দ্রুত উত্তরপাড়ার দেবাইপুকুর এলাকায় নিজের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

'২ বছর বয়স থেকে লড়ছি। জীবনে সব কিছু অর্জন করেছি। আজ সব শেষ...'। উত্তরপাড়ায় 'সুন্দর বাড়ি'তে প্রবেশ করে কাঁদতে কাঁদতে কথাটা বলছিলেন 'পদ্মশ্রী' জয়ী সাঁতারু বুলা চৌধুরী। সাফে (সাউথ এসিয়ান ফেডারেশন গেমস) জেতা ৬টা সোনা, তেনজিং নোরগে পুরস্কার, আন্তর্জাতিক পুরস্কার থেকে শুরু করে কেরিয়ারে জেতা সব পুরস্কার, পদক চুরি গিয়েছে। তালিকায় রয়েছে পদ্মশ্রীর ব্যাজও। পদ্মশ্রী পুরস্কারের সঙ্গে থাকে একটি সার্টিফিকেট ও ব্যাজ। বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রীর ব্যাজ চুরি গিয়েছে, সার্টিফিকেটটা তাঁর কাছেই রয়েছে। বাড়িতে ঢুকে গোটা বাড়ি তছনছ অবস্থায় দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে লুট হয়ে যাওয়া ট্রফি ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে বুলা চৌধুরী বলেন, 'এই ঘরটা শখ করে বানিয়েছিলাম। ছেলে বাড়িটার নাম দিয়েছিল সুন্দর বাড়ি। এটা এক সময়ে এই তাকটা ভরা ছিল মেডেলে। এখানে ছিল আমার স্বপ্ন। এগুলো সোনা নয়, কিন্তু সোনার থেকেও কম নয়। এর থেকে শান্তি দুনিয়ায় কিছু ছিল না। এগুলোতে কী অর্থ তারা পাবে আমি জানি না। এগুলো কেনা যায় না, নকল বানানো যায় না।' যেই তাকে (ক্যাবিনেট) তাঁর পুরস্কার বা মেডেল ছিল সেটা তাঁর কোচ পশুপতি কুণ্ডু বানিয়ে দিয়েছিলেন। নিজেই সাজিয়ে দিয়েছিলেন মেডেল ও স্মারকগুলো। বুলা বলেন, 'কত মানুষ এসেছেন এটা দেখতে। ২ বছর বয়স থেকে লড়াইয়ের পরিশ্রম ছিল এখানে। আন্তর্জাতিক মেডেল ছিল, চারটে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি। কিছু নেই।'

এর আগে দু'বার বুলা চৌধুরীর এই ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, প্রতিবারই থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তা সত্ত্বেও ছবি বদল হয়নি। বুলা বলেন, 'আমার বাড়িতে তিনবার চুরি হলো। আমি দেশের সম্মান এনেছি, প্রশাসনের উচিত তা রক্ষা করা। গত দু'বার চুরি হওয়ার পর আমি ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলেছিলাম নিরাপত্তার জন্য। দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে তা তুলে নেওয়া হয়। পরে আবার দেওয়া হলেও তুলে ফেলা হয়।'

বুলা চৌধুরী জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী থাকার সময়ে তাঁকে বলেছিলেন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমসে একটা সোনা আনলেও গর্বিত বোধ করবেন। বুলা ৬টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে প্রতিটাতেই সোনা জেতেন। অর্জুন পুরস্কারও পান তিনি। বুলা বলেন, 'আমি এগুলোর জন্য অর্জুন পুরস্কার, পদ্মশ্রী, তেনজিং নোরগে, অর্জুন পুরস্কার পেয়েছি। সেটা রক্ষা করতে পারলাম না।'

চন্দননগর কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বলেন, 'তাঁরা এই বাড়িতে থাকতেন না, বাড়ি বন্ধই থাকত সোনার মতো দেখতে বেশ কয়েকটি মেডেল চুরি গিয়েছে। তদন্ত চলছে।'

উত্তরপাড়া ভদ্রকালী শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। সেই পুজো উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্নে ভদ্রকালী শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের ৫৮তম বর্ষের দুর্গাপূজোকে সামনে রেখে খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা। শরতের সকালে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আর বাতাসে বইছে আগমনীর আগমন বার্তা। এই শুভ দিনে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুঁটিপুজোকে বিশেষ রূপ দেওয়া হয়েছিল। বাচিকশিল্পী পল্লব বিষ্ণু সঞ্চালকের ভূমিকায় অনবদ্য। তার সঙ্গে যূথিকা কালচারাল একাডেমির ছোট ছোট শিশুদের নৃত্য মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও ঢাকের বাদ্যি সকালের পরিবেশকে সুমধুর করে তুলেছিল। এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অঝোরে বৃষ্টি। তারই মধ্যে মাঠে জমে উঠেছে ফুটবল ম্যাচ। মাঠ জুড়ে খেলছেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে যাচ্ছেন রঘুনাথপুরের এসডিও বিবেক পঙ্কজ ও কাশীপুরের বিডিও সুপ্রতিম দাস। উলটো দিকে গোলরক্ষায় রঘুনাথপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক হংসরাজ সিংহ। মাঠে দাপট দেখাচ্ছেন প্রেস ক্লাবের সদস্য তীর্থ রায়, বিবেক মাহাতোরা।

টানটান উত্তেজনার মধ্যেই শেষ হল রঘুনাথপুর মহকুমা পুলিশ-প্রশাসন বনাম রঘুনাথপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই ফুটবল খেলা হয়েছে রঘুনাথপুরের এটিএম ময়দানে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৩-২ গোলে জিতেছে পুলিশ-প্রশাসন। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ। খেলার আগে মহকুমা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এসডিও বিবেক পঙ্কজ।

STATE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
(A Society under Tourism Department, Government of West Bengal Registration No. S/1L/60653 of 200910)
Fuljhore, Durgapur-713206, Dist- Paschim Bardhaman
Website: wbsihm.in, E-mail: sihmdurgapur@gmail.com

ABRIDGED NOTICE FOR WALK-IN-INTERVIEW FOR STAFF FOR SIHM DURGAPUR
(Ref. No. 572/SIHM/DGP/2025/01 dated: 07/08/2025)
Applications are invited by the State Institute of Hotel Management, Durgapur from retired Government employees through Walk-in-Interview on purely Contractual basis at a consolidated contractual remuneration of Rs. 10,000/- p.m. for a period of 1(one) year along with complete application form, Recent 2(two) Passport size colour photograph and Self attested copies of any Photo Identity card, PPO / Pension document and Self attested copies of Educational Qualification for testimonial.
Cashier-01(one) post.
Applications must be submitted **within 22/09/2025 up to 5:00 p.m.** in the official email id (sihmdurgapur@gmail.com) and Post in the Office address at the State Institute of Hotel Management Durgapur, "aahoran" Fuljhore, Jemua Road, Durgapur, Pin-713206 Dist- Paschim Bardhaman, State- West Bengal. **The Eligible candidates will be informed the date of the interview via email or contact number in due course**. No TA/DA and other charges would be paid to the candidates appearing for the Walk-in-Interview. Further details including eligibility criteria and etc. can be obtained from the official website: https://wbsihm.in/home/noticeboard under Office Order/Circulars.
The Competent Authority reserves the right to fill or not to fill vacancy or to re-advertise the post at any point of time. The decision of the Selection Committee is Final.
Sd/- Principal-in-Charge & Chairman
State Institute of Hotel Management
Durgapur

Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 01 (One) No. work from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **eNIT No.: WBMAD/ ULB/DHM/NIT-04/349(e)/2025-2026 (2nd call)** having Tender **ID: 2025_MAD_891558_1Bid Submission End Date: 07/09/2025** up to **16.00 hrs.** For details information refer to website: http//wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

ফাঁসি হওয়ার ২১ বছর পর আবার ফিরল ধনঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: জন্মাষ্টমী ও স্বাধীনতা দিবসে যখন মেতে সারা রাজ্য, তখন একটি এলাকার বাসিন্দারা এসবের মধ্যেই সম্মান ও ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব। এই গ্রামকে এখন থেকে ধনাডিহি বলেও পরিচিত হবে। এটা সম্মান ও ন্যায়বিচারের দাবির প্রতীক হয়ে উঠবে। এমনই সিদ্ধান্ত শোনা গেল ছাতনার কুলুডিহি গ্রামের বাসিন্দদের মুখে।

এই গ্রামের কামারকুলি মোড়ে, বাঁকুড়া শহরে ধনঞ্জয়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনও করা হবে। এমনই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে গত বৃহস্পতিবার ছাতনায় বাসুলী মাতার মন্দিরে এক বিশেষ পূজাপাঠের মাধ্যমে। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ ও ন্যায়বিচার মঞ্চের আহ্বায়ক ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ও যুগ্ম আহ্বায়ক অনামিকা মণ্ডল-সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব ও সদস্যরা এই অঙ্গিকার নিয়ে জানান যে দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা পুনর্বিচারের দাবিতে কলকাতা, বাঁকুড়া-সহ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করে চলেছেন। এখনও সুফল পাননি। তাই আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। এদিন ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিকের পরিবার ছাতনায় উপস্থিত থেকে একই দাবি জানান। ডা. চন্দ্রচূড় জানান যে, ধনঞ্জয় মামলার পুনর্বিচারের দাবি যে আন্দোলন গত ২১ বছর ধরে হয়ে আসছে তাকে আরও জোরদার ও দীর্ঘস্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ১৪ অগস্ট ভোরে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ফাঁসি হয় ধনঞ্জয়ের।

মানচিত্রের অবমাননা করে ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: স্বাধীনতা দিবসের দিন দেশের মানচিত্রের অবমাননা করার অভিযোগে নয়াগ্রাম থেকে চার যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরা সকলেই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। রাজমিস্ত্রির কাজ করার জন্য নয়াগ্রামে এসেছিল। অভিযোগ, নয়াগ্রামের চাঁদাবিলা গ্রামের বাসিন্দারা স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য জাতীয় পতাকা মাঝখানে রেখে ভারতের মানচিত্র এঁকে জায়গাটি সাজিয়ে তুলেছিলেন। পতাকা তোলার সময় গ্রামবাসীরা লক্ষ করেন, কে বা কারা একটি গ্লাসে প্রস্রাব করে মানচিত্রের মাঝখানে পতাকা তোলার জায়গাটিতে রেখে গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, চার যুবক গিয়ে ভারতের মানচিত্রের মাঝখানে ওই দুষ্কর্ম করছে। এর পরেই নয়াগ্রাম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। রাতেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নয়াগ্রামে একটি ঘর নিয়ে ১০ জন মিস্ত্রি ভাড়া থাকত। বাকিদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। জাতীয় পতাকার অবমাননার ক্ষেত্রে তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত চার জনকে জাতীয় পতাকার অবমাননা-সহ বিএনএস ৩২৯/৩, ৩২৪/৪, ২৯২-সহ একাধিক ধারায় অভিযুক্ত করে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়।

সীমান্তে বেড়া, খুশি বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গার দক্ষিণপাড়া এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আগে এই এলাকায় ভালো ভাবে কাঁটাতার ছিল না। তার ফলে রাতের অন্ধকারে বিএসএফের নজর এড়িয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ভারতের সীমানায় প্রবেশ করত। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের গরু ছাগল-সহ বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে পালাত তারা। এই কাঁটাতার বেড়া তৈরির কাজ শুরু হওয়ার ফলে বাসিন্দারা অনেকটাই খুশি। তাঁদের দাবি, আর বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা এদেশে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার ভালোভাবে তাঁরা দিন কাটাতে পারবেন। পানিতর, দক্ষিণপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে এই কাঁটাতারের বেড়ার কাজ। এই কাঁটাতারের বেড়ার উচ্চতা হবে কুড়ি ফুট। কাঁটাতারের বেড়া বরাবর তৈরি করা হচ্ছে কংক্রিটের রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে খুব সহজেই বিএসএফ নজরদারি চালাতে পারবে।

সমাজের কল্যাণকামনায় গণেশ পুজোয় সামিল বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতি বছরের মতো এই বছরও আরামবাগের মলয়পুরে জিও ক্লাবের উদ্যোগে গণেশ পুজো হল শনিবার। এই গণেশ পুজোয় পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ যোগ দেওয়ায় আলাদা মাত্রা পায়। এদিন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ পুজোপাঠে সামিল হয়ে সমাজের মঙ্গলকামনা করেন।

গণেশ চতুর্থী উৎসবটি সাধারণত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে পালিত হয়। এই বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালে, গণেশ চতুর্থী সম্ভবত ২৬-২৭ অগস্ট পালিত হবে। কিন্তু মলয়পুরের জিও ক্লাবের উদ্যোগে এদিন গণেশ পুজো হয়। জানা গিয়েছে, ওই ক্লাব নাকি রীতি মেনে এই সময়ই গণেশ পুজো করে। গ্রামের মানুষও উৎসবে অংশ নেন।

বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'মলয়পুরের মানুষ ভক্তিভরে গণেশ পুজো করেন। জিও ক্লাবের সদস্যরা আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সমাজের কল্যাণ কামনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য গণেশ দেবতার পায়ে প্রনাম জানালাম।'

স্বাধীনতা দিবসের সকালে হুগলির উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুলের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা নিয়ে পদযাত্রা ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপস্থিত পুরসভা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। *ছবি: বনস্পতি দে*

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫ ৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫ ৭৮৩৯
ওয়েবসাইট : www.idbi.com, CIN : L65190MH2004GOI148838
পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ এবং ব্যয়/চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ- ঋণগ্রহীতার নাম	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ (স্বত্ব) গ. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী অমিয় সরদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা হিমাংশু সরদার, নতুনপল্লি, পূর্ব পাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, সেন্ট্রাল রোড, রেইনবো ক্লাব, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৫০। **আরও ঠিকানা :** সোনাখালি হাই স্কুল, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩১২।	ক. ৩১.১২.২০২২ খ. ১৩.০৮.২০২৫ (স্বত্ব) গ. ২৪,৪৩,৭৩৯.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ উনচল্লিশ টাকা) ০৯.০৯.২০২২ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : সোনারপুর, পরগনা : মেদানমোল্লা, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ১০৯, খৈতিয়ান নং ১৩১, দাগ নং ১৮৩১, হোল্ডিং নং ৬১৯, নতুন পল্লি (পূর্ব), থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১১ (নতুন), ১৩ (পুরানো), বর্তমান ওয়ার্ড নং ১২, রাজাপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** যোগেশ চন্দ্র হাউলির জমি; **দক্ষিণে :** সরকারের জমি; **পূর্বে :** শিবপদ মন্ডলের ভবন; **পশ্চিমে :** হরিপদ রায়ের ভবন। এবং তদস্থিত নির্মাণ এবং সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম
বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০২.০৯.২০২৫
সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
ক্রম নং ১
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০২.০৯.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা)** ০৪.০১.২০১৭ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য **১,৩৯,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৩,৯০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৮৭৬, আরএস দাগ ং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজাপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০, উল্লেখ্য দলিল নং ১- ২৬৯৫-২০০৭ সালের,তারিখ ১৫.০৩.২০০৭ **সম্পত্তি শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী এর নামে।** সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, ; পূর্বে : প্লট দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৮.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১
ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন
তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আজ মনসা পুজোয় মাতবেন পুরুলিয়াবাসী, লক্ষাধিক হাঁস বিক্রি

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

রবিবার মনসা পুজোয় মাতবেন পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল-সহ প্রায় গোটা জেলার মানুষ। পরের দিন অর্থাৎ সোমবার ভাদ্র মাসের পয়লা দিন মনসা পুজোর রান্না। ভাদ্রের পয়লা দিন পুরুলিয়ায় মনসা পুজোর পার্বণ উপলক্ষে সর্বত্র ছুটি। আগের দিনের বলি দেওয়া হাঁস কিংবা পাঁঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এদিন শুধুই বিশ্রাম। এই উৎসবের শেষ দিনে অর্থাৎ পার্বণের দিনে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে অঘোষিত বন্‌ধ পালন হয়।

পুজোয় গভীর রাতে মনসা দেবীর চরণে হাঁস কিংবা পাঁঠা নিবেদন করেন পুরুলিয়ার মানুষ। প্রায় দেড় লক্ষ হাঁস বলি হয় পুরুলিয়ার মনসা পুজোয়। তাই পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই হাঁসের জোগান দিতে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, এমনকী ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড থেকেও ঝাঁপিবন্দি হয়ে পুরুলিয়ায় হাঁস এসেছে হাজারে-হাজারে।

আদিবাসী এবং মাহাতো প্রধান পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব নয়। এখানে উৎসব হল মনসাপুজো, ভাদু, টুসু পরব। সাঁওতালদের উৎসব বাঁদনা। মাহাতোদের করম। অরণ্য অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় মনসা পুজোর অন্য এক গুরুত্ব আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে বান্দোয়ান জঙ্গলমহলে রয়েছে অসংখ্য সাপ। ফি বছর এখানে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সাপের ভয়ে মানুষ সর্পদেবী মনসার কাছে মানত করে। প্রতি গ্রামে তাই একাধিক মনসার মূর্তি তৈরি করে মনসা পুজো হয়। ঝালদা থানার তুলিন এলাকার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর মতে, মনসা পুজোর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, এই পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। অব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই মনসার পুজো করেন।

পুজোর দিনে অনেকেই উপোস করে থাকেন। সারারাত মনসা মন্দিরে চলে মনসা-মঙ্গল গান। কোথাও কোথাও এদিন সাপ নিয়ে ঝাঁপান উৎসব হয়। মূলত বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ এই ঝাঁপান করে থাকে। রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামা গ্রামের বাসিন্দা মনবোধ বেদে বলছেন, বেদেরা মনসার মানসপুত্র। তাই শেষ বর্ষায় এই সময় সমস্ত বেদে পরিবারে সাপ থাকবেই। শ্রাবণ মাসে গ্রামে গ্রামে সাপ দেখিয়ে তাঁরা ভিক্ষে করেন। সেই ভিক্ষের এক অংশ জমা রাখা হয় মনসা পুজোর জন্য। মানিক বেদে, লখাই বেদেরা বলছেন, এখন আর তাঁদের ছেলেরা মন্ত্রতন্ত্র ও কৌশল শিখতে চায় না। তাই এই সব প্রায় বন্ধ হতে চলেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদস্পর্শে ধন্য খয়রাশোল ব্লকের ময়না ডাল। ময়নাডালের মনোহর শাহী ঘরানার কীর্তনকে শ্রদ্ধা জানাতে জন্মাষ্টমীর আগেই সিউড়িতে প্রশাসন ভবন চত্বরে স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকে কীর্তনীয়াদের হাতে একটি হারমোনিয়াম, একজোড়া করতাল এবং একজোড়া খোল তুলে দিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহরজুড়ে শোভাযাত্রা সিউড়ি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতী মোস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্রদের।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিউড়িতে বিভিন্ন সাজে নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীদের শোভাযাত্রা।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায়।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বীরভূম জেলা পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাধিপতি ফায়েজুল হক।

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিলপাড়া দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে সাধনা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় যোগা নৃত্য প্রদর্শন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করেছিল সিউড়ি ব্রাদার্স। ১০০ ফুট তিরঙ্গা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ সদস্যদের।

স্বাধীনতা দিবসে জেলাশাসকের কার্যালয়ে নিজেকে ব্লেড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করলেন এক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন পুরুলিয়া জেলাশাসকের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কার্যক্রম চলছিল। ঠিক সেই সময় উপস্থিত জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন পুরুলিয়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি দীনেশ আগরওয়াল। নিজের শরীর ব্লেড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে নেন তিনি।

জানা যায়, তাঁকে বাধা দিতে গেলে অন্যান্যদের ওপরও তিনি ব্লেড চালিয়ে দেন। জানা যাচ্ছে, পুরুলিয়ার অন্যতম শিল্পপতি দীনেশ আগরওয়ালের সঙ্গে ভূমি দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরে একটি বিবাদ চলছিল। বহুবার তিনি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তাঁর দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বারংবার ডেপুটেশন দিয়েছেন ভূমি দপ্তরের। সম্প্রতি একটি ডেপুটেশন কর্মসূচি ছিল। তারপরেই ১৫ অগস্ট সকালে পুরুলিয়া জেলাশাসকের অফিস চত্বরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন জেলাশাসকের দপ্তর চত্বরে ওই শিল্পপতির আত্মহত্যার চেষ্টা। অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই জেলাশাসক দপ্তরে আসেন শিল্পপতি দীনেশ আগারওয়াল। ধারালো ব্লেড দিয়ে শরীরকে রক্তাক্ত

করে ফেলেন তিনি।

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাথায় ব্যান্ডেড নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফের জেলাশাসক দপ্তরে গিয়ে হাজির হন ওই ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী দীনেশ আগরওয়ালের অভিযোগ, পুরুলিয়ার শিল্প বন্ধ হয়ে পড়ছে। নতুন শিল্প হচ্ছে না। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার নিজস্ব জমি অবৈধ ভাবে ভেস্টেড জমি হিসেবে রেকর্ড করানো হয়েছে । এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন তিনি । বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য বার বার জেলাশাসক দপ্তরে এলে জেলাশাসক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। প্রশাসনের দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে স্বাধীনতা দিবসের দিনই জেলাশাসক দপ্তরে এসে রক্ত দিয়ে বিচার চায় ওই ব্যবসায়ী।

রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার কারণেই আজকে মানুষের এই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর। তৃণমূল জেলা সহ-সভাপতি রথীন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, 'দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে উঠুক আমরা সবাই চাই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার শ্রীরামপুরে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী চুরি, সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের মৃত্যু থেকে শুরু করে ভুয়ো ভোটার সবকিছু নিয়েই শ্রীরামপুর থেকে তোপ দাগলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

সম্প্রতি পদ্মশ্রী প্রাপক প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর রোডে তাঁর আদি বাড়ি থেকে একাধিক মেডেল ও স্মারক সব চুরি গিয়েছে। চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, 'যে চুরি করেছে তার লজ্জা পাওয়া উচিত। আমি বলছি যে করেছে যদি তার একটুও মনুষ্যত্ব থাকে তাহলে সেটা ফেরত দিয়ে দিন।' উল্লেখ্য, গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। শনিবার সকাল থেকেই সিআইডি তদন্তে নামে।

সিঙ্গুরে এক নার্সের মৃত্যুকে ঘিরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার নার্সের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণীর এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নার্সের মৃত্যুর কথা প্রসঙ্গে শাসকদলকে নিশানা করে মিঠুন বলেন, 'সিবিআই হলে ভালোই হবে। সব জায়গায় দাদাগিরি। এর সলিউশন হলো পরিবর্তন। সনাতনী জেগেছে তাই তৃণমূল ভয় পেয়েছে।'

সম্প্রতি বেলঘরিয়ায় জোর করে চাঁদা নিতে চাওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদ করায় এক যুবককে ধরে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে আদিত্য মোহান্তির উপরে চড়াও হয়ে তাঁর মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে। বর্তমানে ২২ বছরের আদিত্য হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু

করেছে। এই ঘটনায় মিঠুন বলেন, 'রাজ্যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই। তাই প্রতিবাদ করতেই মার খেতে হচ্ছে।'

ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে বর্তমানে রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার ভোটার লিস্টে ভুতুড়ে ভোটারের দেখা মিলছে। ভুয়ো ভোটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলেন, 'ভুয়ো ভোটার ধরবে এসআইআর। দেখবেন সব বাংলাদেশির নাম চলে যাবে।' বুলা চৌধুরী সকালে উঠে জানতে পারেন তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়িতে চুরি হয়েছে।

১৫ বছর ধরে রেলকে জানিয়েও মেলেনি নয়া স্টেশন, প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিগত ১৫ বছর ধরে রেল স্টেশনের দাবিতে সরব এলাকার মানুষ। রেলমন্ত্রক থেকে শুরু করে রেল আধিকারিকদের একাধিকবার জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। দিনের পর দিন তাই অগত্যা দ্বিগুণ রাস্তা পাড়ি দিয়ে দূরের স্টেশন থেকে ধরতে হচ্ছে ট্রেন। তারই প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল এলাকার বাসিন্দারা। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দেবীপুরের ঘটনা।

শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার চাঁপাপুকুর ও ভ্যাবলা এই দুই স্টেশন এর মধ্যে দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। ২০১০ সাল থেকেই এই দুই স্টেশনের মধ্যে এক নতুন স্টেশনের দাবি জানিয়ে সরব হন উত্তর দেবীপুর এলাকার মানুষজন। ২০১০ সালে এলাকার মানুষের এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা চন্দন বিশ্বাস প্রথম রেলমন্ত্রকে বিষয়টি নিয়ে লিখিত ভাবে জানান। পাশাপাশি, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার ও শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএমকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। পরবর্তীতে উত্তর দেবীপুরে এই স্টেশন নিয়ে সংসদেও সরব হন বসিরহাট লোকসভার তৎকালীন সাংসদ ইদ্রিস আলি ও নুসরত জাহান। এলাকার মানুষরাও একাধিকবার রেলমন্ত্রক থেকে শুরু করে রেলের বিভিন্ন দপ্তরে নতুন রেল স্টেশনের দাবি নিয়ে একাধিকবার লিখিত ভাবে জানান। অন্য দিকে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একটি গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে পাঠানো হয়। এমনকী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা রনি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার ও শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএমকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০১৪ সালে প্রথম পর্যবেক্ষণে আসেন রেল আধিকারিকরা। তার পর সেখানেই থমকে যায় কাজ। পরবর্তীতে ২০২২ সালে সংসদে নুসরত জাহান এই বিষয়টি উত্থাপন করলে ২০২৪ সালে পুনরায় রেলের তরফে পর্যবেক্ষণ করা হয় ওই এলাকায়। কিন্তু তার পর থেকে আবার কাজ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় হতাশ হন এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে

নিত্যযাত্রীরা। তবে বিষয়টি নিয়ে আরটিআই করলে রেলের তরফে জানানো হয়, ওই স্টেশনটি নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়নি। শিয়ালদহ ডিভিশনের পক্ষ থেকে পরীক্ষার কাজ চলছে।

এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'এই স্টেশন পেতে আমরা একাধিকবার রেলমন্ত্রক-সহ রেল দপ্তরকে একাধিকবার জানিয়েছি। পাশাপাশি অনেকবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি। কিন্তু কোনও কিছুতেই সুরাহা মেলেনি। আমরা চাইছি, দ্রুত প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে এখানে যেন একটি নতুন স্টেশন গড়ে তোলে।' অপর এক নিত্যযাত্রী বলেন, 'ট্রেন ধরতে গেলে আমাদের বহু পথ ঘুরে চাঁপাপুকুর, আবার কখনও ভ্যাবলা স্টেশনে যেতে হয়। যা একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ, পাশাপাশি ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তাই এখানে দ্রুত নতুন স্টেশনে হওয়া প্রয়োজন।' এই উত্তর দেবীপুর এলাকায় স্টেশন হলে উপকৃত হবেন চাঁপাপুকুর, খোলাপোতা ও পিফা-সহ সুন্দরবনের ভেবিয়া ও মুরারিশাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার-হাজার মানুষ। পাশাপাশি শহর বসিরহাটের ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও সহজেই এই স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। এই বিস্তীর্ণ এলাকার নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে রোগীরা সহজেই কলকাতায় পাড়ি দিতে পারবেন। কাছেই রয়েছে বসিরহাট কলেজ। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে ওই স্টেশন ব্যবহার করে কলেজে যাতায়াত করতে পারবেন। তাই এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন যাতে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয়।

তালা বন্ধ ঘরে মহিলার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: তালা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জামুরিয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির অন্তর্গত হিজলগড়া গ্রামে। সূত্রে জানা গিয়েছে, জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া ফাঁড়ির এলাকারই বাসিন্দা বৈদ্যনাথ পাত্র নামে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী-সহ এক বছরের সন্তানকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হিজলগড়া গ্রামে ওই ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। শুক্রবার এক বছরের সন্তানকে নিয়ে বৈদ্যনাথকে বাড়িতে তালা লাগিয়ে কোথাও চলে যেতে দেখলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। সন্ধেয় ঘটনার খবর জানাজানি হতে পুলিশ ও স্থানীয়রা বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখেন, খাটিয়ার নীচে কাপড় ঢাকা তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ। ঘটনার তদন্তে জামুরিয়া থানার পুলিশ।

মায়াপুর ইসকনে সাড়ম্বরে পালিত জন্মাষ্টমী

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫ হাজার ২৫২তম আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব পালিত হল ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর-সহ বিশ্বের সমস্ত শাখা কেন্দ্রে। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা আবির্ভাব তিথি উৎসব উপলক্ষে মায়াপুর ইসকনে লক্ষাধিক দেশি-বিদেশি ভক্তের সমাগম ঘটেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের আগমনে মায়াপুর ইসকন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হয়েছে। শুক্রবার রাতে অধিবাসের মাধ্যমে সূচনা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা আবির্ভাবি তিথি উৎসবের।

শনিবার ভোর থেকে মঙ্গলারতি দর্শনারতি-সহ বিশ্ব যজ্ঞ হয় মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে। দামোদর অষ্টকম এবং বেদপাঠের মাধ্যমে বিশেষ পূজাপাঠ চলে দিনভর। ইসকনের সমস্ত ভক্তরা সারাদিন উপবাস থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সন্ধিক্ষণে মহা অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঘি, মধু দুধ গঙ্গাজল, বিভিন্ন প্রকারাদি ফলের রস দিয়ে মহা অভিষেক হয় বিগ্রহের। এর পর মধ্যরাত্রিতে ভক্তদের মধ্যেঅনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ইতিমধ্যে আলোকমালায় সাজানো হয়েছে গোটা ইসকন চত্বর। ভিড় সামাল দিতে মন্দিরের বাইরে বসানো হয়েছে এলইডি টিভি। নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গোটা ইসকন চত্বরে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য প্রস্তুত পুলিশ-প্রশাসন ছাড়াও ইসকনের নিজস্ব রক্ষীরা। এই বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'অন্যান্য উৎসবের মতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা আবির্ভাব তিথি উৎসব আমাদের আরও একটি মুখ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান। জন্মাষ্টমী বা আবির্ভাব উপলক্ষে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে মায়াপুর ইসকন চত্বরে।'

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাইকপাড়া শিশু মন্দির স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল কৃষ্ণ রূপসজ্জা প্রতিযোগিতা। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ ধরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন ছাত্রছাত্রীরা, আয়োজক সংস্কার ভারতী বীরভূম জেলা শাখা।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ে বন্যা পরিস্থিতি, মৃত ২, জারি লাল সতর্কতা

মুম্বই, ১৬ অগস্ট: রাতভর ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ভারতের বাণিজ্যনগরী মুম্বই। নাগাড়ে ভারী বর্ষণের জেরে শহরের বহু রাস্তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। এক রাতের বৃষ্টিতে দাদর এবং বান্দ্রা স্টেশনের কাছে ডুবেছে রেললাইনও। ভারী বৃষ্টির জেরে বাড়ি ধসে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এই পরিস্থিতিতে শনিবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে মুম্বইয়ে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে মুম্বই এবং সংলগ্ন রায়গড় জেলার জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

যে কোনওরকম দুর্ঘটনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সজাগ মুম্বই পুলিশ। ইতিমধ্যেই মুম্বইবাসীর জন্য জরুরিকালীন হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরতে অনুরোধ করেছে মুম্বই পুলিশ। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি জলজমা ও ভূমিধস প্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

রাতভর বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে প্রায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। এরই মধ্যে পশ্চিম ভিখরোলিতে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেখানকার জনকল্যাণ সোসাইটিতে ভূমিধসের কারণে একই পরিবারের দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। যাঁর মধ্যে রয়েছেন ১৯ বছরের তরুণী শালু মিশ্রা। অন্যজন ৫০ বছরের সুরেশ মিশ্র। পরিবারের অন্য দুই সদস্য আরতি মিশ্র ও ঋতুরাজ মিশ্র গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন। মুম্বই ফায়ার বিগ্রেড, পুলিশ এবং ওয়ার্ড স্টাফরা গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। শুক্রবার মুম্বইতে স্বাধীনতা দিবসে দাপট দেখায় বৃষ্টি। শহরের বহু এলাকা জলমগ্ন। গুরুত্বপূর্ণ অনেক সড়কও জলের তলায় চলে গিয়েছে। এদিনও দিনভর ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০মিনিট থেকে শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত মুম্বইতে সবচেয়ে বৃষ্টি হয়েছে ভিখরোলি এলাকাতেই। অঙ্কটা হল ২৪৮.৫ মিলিমিটার। পাশাপাশি সান্তাক্রুজ(২৩২.৫ মিমি), সিয়ন (২২১ মিমি), জুহু(২০৮ মিমি) , বান্দ্রা (১৭৩ মিমি), বাইকুল্লায় (১৫৮.৫ মিমি) বৃষ্টি হয়েছে। মুম্বইয়ের শহরতলিতে কমলা সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

পাক-চর জ্যোতির বিরুদ্ধে ২৫০০ পাতার চার্জশিট পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির প্রমাণ মিলেছে হরিয়ানার নেটপ্রভাবী জ্যোতি মালহোত্রার বিরুদ্ধে। তাঁকে কাজে লাগিয়ে তথ্য হাতিয়ে নিয়েছেন পাকিস্তানের এজেন্টরা। সূত্রের খবর, ধৃত জ্যোতিকে নিয়ে এমনই তথ্য দিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ২৫০০ পাতার চার্জশিট পেশ করেছে তারা।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ মে গ্রেপ্তার হন জ্যোতি। তার পর থেকেই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন তিনি। শুধু জ্যোতিই নয়, পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বেশ কয়েক জন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। সিটের দাবি, পাকিস্তান ভ্রমণের সময় এজেন্টদের সঙ্গে জ্যোতির যোগাযোগ ছিল। তাঁর ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য কিন্তু সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে খবর, সিট দাবি করেছে, জ্যোতিকে 'টুল কিট' হিসাবে ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লাগাতার জ্যোতির কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে। জ্যোতিও পাক এজেন্টদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। চার্জশিটে এটাও দাবি করা হয়েছে যে, দিল্লিতে পাক হাইকমিশনে কর্মরত দানিশ আলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন জ্যোতি। তাঁদের দু'জনের কথোপকথনের তথ্যও পুলিশের হাতে এসেছে। শুধু দানিশ নয়, পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট শাকির, হাসান আলি এবং নাসির ধিঁলোর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল জ্যোতির। নাসিরের সঙ্গে জ্যোতির কথোপকথনের তথ্যও উদ্ধার করেছে পুলিশ। জ্যোতির ঘন ঘন বিদেশযাত্রা নিয়েও চার্জশিটে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রয়াত লা গণেশন

কোহিমা, ১৬ অগস্ট: প্রয়াত নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। শুক্রবার চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক দিনে আগে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর চোট পেয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। গত ৮ অগস্ট তিনি পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারান। মাথায় চোটও পান।

হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু বাড়ি ফেরা হল না অশীতিপর গণেশনের। স্বাধীনতা দিবসেই প্রয়াত হলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, লা গণেশন একসময় বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্বও সামলেছেন। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 'নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী' হিসেবে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'উনি তামিলনাড়ুতে বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কঠোর শ্রম করেছিলেন। তামিল সংস্কৃতির প্রতিও তিনি গভীর ভাবে আবেগপ্রবণ ছিলেন। ওঁর পরিবার ও অনুরাগীদের সহমর্মিতা জানাই। ওম শান্তি।'

হড়পা বানে মৃত্যুমিছিল পাকিস্তানে, তিনশোর বেশি মৃত

খাইবার পাখতুনখোয়া, ১৬ অগস্ট: প্রবল বৃষ্টি ও ভয়াবহ হড়পা বানে পাকিস্তানে মৃত্যুমিছিল। শুক্রবার খাইবার পাখতুনখোয়ায় হড়পা বানের জেরে এখনও পর্যন্ত ৩০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ঘটনার পর এখনও নিখোঁজ অসংখ্য মানুষ। জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুন মাসের শেষ থেকে পাকিস্তানের এই সব অঞ্চলে বৃষ্টির প্রকোপ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া ও উত্তরাঞ্চলে মারাত্মক বন্যা, ভূমিধস দেখা যায়। ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই বিপদের মুখে পড়ে। রাস্তাঘাটের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই অঞ্চলের ঘরবাড়িও। গত শুক্রবার এই হড়পা বানের জেরে মৃতের সংখ্যা ৪০০ পেরিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, মুষলধার বৃষ্টির জেরে গত শুক্রবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বহু জেলায় হড়পা বান দেখা দেয়। এই ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় ২০০ জনের। নিখোঁজ

ছিলেন আরও বহু মানুষ। শনিবার প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে আরও ১০৭ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। যার জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৭। ওই অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখপাত্র ফৈজি জানান, বাজাউর, বুনের, সোয়াত, মানেহরা, শাংলা, তোরঘর, বাটাগ্রাম জেলায় ভয়াবহ বৃষ্টি হয়েছে।

যে ৩০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে বুনারে মৃত্যু হয়েছে ১৮৪ জনের। শাংরায় ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মানেহরায় ২৩, সোয়াত ২২, বাজাউর ২১, বাটাগ্রাম ১৫। এছাড়া লোয়ার দির অঞ্চলে ৫ জন ও অ্যাবোটাবাদে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ওইসব অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এদিকে উদ্ধারকাজ চালানোর সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ হেলিকপ্টার ক্রু সদস্যের।

হুমায়ুনের সৌধের একাংশ ভেঙে মৃত ৫

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে ভেঙে পড়ল হুমায়ুনের সৌধের একাংশ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ধ্বংসস্তূপের আড়ালে চাপা পড়েন অন্তত ৭ জন। এমনই দাবি সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ৫১ মিনিটে দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের

পাঁচটি ইঞ্জিন। তারপরই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও দু'জন পুরুষ। দিল্লির নিজামুদ্দিনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে খবর। হুমায়ুনের কবরকে ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি ওই কবর নির্মিত হয়েছিল। প্রতি বছরই অসংখ্য পর্যটক আসেন এখানে। স্বাধীনতা দিবসেও অনেকে এসেছিলেন। কিন্তু আচমকাই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে।

একদিন ময়দান

রো-কো জুটির অবসরে বিস্ফোরক প্রাক্তন খেলোয়াড়, নিশানায় বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটে এক যুগ ধরে দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের ব্যাট হাতে একের পর এক রেকর্ড গড়া এবং দেশকে অসংখ্য স্মরণীয় জয় উপহার দেওয়া আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে দাগ কেটে আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আচমকাই এই দুই তারকা ঘোষণা করেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর। তাঁদের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত দেশজুড়ে সমর্থকরা। অনেকেই মনে করছেন, এটা ছিল হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত, যেখানে ক্রিকেটারদের ইচ্ছের থেকেও অন্য কোনও শক্তি কাজ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার কারসন ঘাউড়ি। তিনি সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, বিরাট ও রোহিত নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছেন। ঘাউড়ির বক্তব্য, 'বিরাট কোহলি অন্তত আরও কয়েক বছর সহজেই টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারত। ওর শরীর-মন এখনও ফিট ছিল। কিন্তু কিছু ঘটনার কারণে ও বাধ্য হয়েছে অবসর নিতে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ক্রিকেটে যে মানুষটার অবদান অপরিসীম, তাঁকে বিদায়ী সংবর্ধনা পর্যন্ত দেওয়া হল না। এটা ওঁর প্রাপ্য ছিল। অথচ বোর্ড সেদিকে একটুও নজর দিল না।'

তিনি আরও বলেন, 'এখন বোর্ডের ভেতরে রাজনীতি অনেক বেড়ে গেছে। বিরাট এবং রোহিত তারই বলি। হয়তো তাঁদেরকে সরাসরি বলা হয়েছিল সরে দাঁড়ানোর কথা। ওরা আসলে এভাবে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু নির্বাচকরা ভিন্ন ভাবে ভেবেছেন। আমি বলব, এটা একেবারেই নোংরা রাজনীতি।' প্রাক্তন এই ক্রিকেটারের বক্তব্যে ক্রিকেট মহলে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তবে কি সত্যিই কোহলি-রোহিতকে 'জোর করে' সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে?

সামনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সফর। আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। সেই সিরিজে দেখা যাবে আবারও 'রো-কো' জুটিকে। ইতিমধ্যেই অনুশীলনে নেমে পড়েছেন দুই ক্রিকেটার, এবং তাঁদের ট্রেনিং সেশনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সমর্থকরা সেখানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, যদিও টেস্ট থেকে তাঁদের অবসরে হতাশাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভারতের মাটিতে বিদায়ী সংবর্ধনা না-পেলেও, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড দুই কিংবদন্তিকে সম্মান জানাতে এগিয়ে এসেছে। জানা গিয়েছে, অজি বোর্ড বিশেষ আয়োজন করছে যাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁদের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখা যায়। অর্থাৎ, দেশের মাটিতে বিদায় না হলেও বিদেশে জমকালো ফেয়ারওয়েল পেতে চলেছেন কোহলি ও রোহিত।

এই আবহে কারসন ঘাউড়ির মন্তব্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেটের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতি, পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবার সেই আঙুল তুললেন স্বয়ং প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। ফলে বিরাট-রোহিতের টেস্ট অবসর শুধুই একটি খেলার অধ্যায়ের সমাপ্তি নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভেতরের অন্দরের অস্বচ্ছতার এক নতুন বিতর্কের সূত্রপাত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেশের ক্রিকেট বোর্ড যেখানে দুই মহাতারকার অবদানকে যথাযথ মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে বিদেশে তাঁদের ফেয়ারওয়েল আয়োজন হচ্ছে সম্মানের সঙ্গে। এ যেন ভারতীয় ক্রিকেটের এক অস্বস্তিকর চিত্র, যেখানে রাজনীতির ভিড়ে হারিয়ে যায় খেলার মানুষদের প্রকৃত প্রাপ্য সম্মান।

ডার্বির টিকিট বন্টন নিয়ে প্রশ্ন, নিশানায় ডুরান্ড কাপ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বির উত্তেজনায় ফুটছে দুই দলের সমর্থকরা। প্রতিবারের ন্যায়ে এবারও ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে টিকিটের হাহাকার। টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। কোয়ার্টার ফাইনালের ডার্বি, দুই দলই জয়ের হ্যাটট্রিক করে মাঠে নামবে। ফলে সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনাও বেশি।*

এই উন্মাদনাকেই সামাল দিতে ব্যর্থ ডুরান্ড কাপ কমিটি। গত বেশ কয়েক মরশুমে ডুরান্ড কাপের টিকিট বন্টন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডার্বি আয়োজন হলে টিকিট নিয়ে আরও বিশৃঙ্খলতা চোখে পড়ে। এই বছরও চিত্র বদলালো না। ডুরান্ড কমিটির প্রতি ক্ষুব্ধ দুই দলের সমর্থকরাই। শুক্রবার রাত থেকেই লাইন দিতে শুরু করেছিলেন সমর্থকরা। শনিবার সকাল ১১ টা থেকে অফলাইন

টিকিট দেওয়া শুরু হয় দুই দলের ক্লাব তাঁবুর বক্স অফিসে। সদস্য সমর্থকরা লাইন দিয়ে জমায়েত করেন। সকাল থেকে সুষ্ঠু ভাবেই টিকিট বন্টন চলছিল। ইস্টবেঙ্গলের অপেক্ষা মোহনবাগানে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা গেল। বিকেল গড়াতেই টিকিটের হাহাকার শুরু। সন্ধ্যের দিকে বহু সদস্য, সমর্থকেরা টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

কোয়ার্টার ফাইনালের ৬২,৪৪০টি টিকিটের মধ্যে ৩৬,৪০৩ টি টিকিট কলকাতার চার ক্লাব অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান এবং ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে স্পনসর, পার্টনার, রাজ্য সরকার, আর্মি এবং আইএফএও। বাকি ২৬,০৩৭ টি টিকিট বিক্রির জন্য। তার মধ্যে ১০৭২৫ টি টিকিট ইতিমধ্যেই কিনে নিয়েছে চার ক্লাব এবং আইএফএ। ফলে অফলাইন, অনলাইন মিলিয়ে টিকিট বিক্রি হবে মোট ১৫,৩১২ টি। টিকিট না-পেয়ে মোহনবাগান তারকা জেসন কামিন্সও আফসোস করে গেলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। বললেন, 'সমর্থকদের মতো আমিও টিকিট খুঁজছি। আমাকে কেউ দিতে পারেন টিকিট?' যতই টিকিট নিয়ে হাহাকার ও বিশৃঙ্খলা থাকুক, ডুরান্ড কাপ ডার্বির আগে সমর্থকদের সংঘাত না-করারও অনুরোধ জানালেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'ফুটবলপ্রেমী দিবস'এর অনুষ্ঠানে মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস।

লক্ষ্য বিশ্বকাপ! অনুশীলনে রোহিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর দীর্ঘ বিরতিতে ছিলেন ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে অনুশীলনের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, যা রোহিত ভক্তদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। খাতায়-কলমে এখনও ভারতের ওয়ানডে দলের নেতৃত্বে রয়েছেন 'হিটম্যান'। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা চলছে ক্রিকেট মহলে। শোনা যাচ্ছে, ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাঁকে রাখা হবে কিনা, তা নিয়ে বোর্ডের ভেতরে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজই হতে পারে তাঁর উজ্জ্বল আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ অধ্যায়। তবে রোহিত শর্মা নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করেছেন। তিনি চান ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় নিতে। এজন্য তাঁকে পরবর্তী দুই বছর নিয়মিত ভালো পারফর্ম করতে হবে এবং ফিট থাকতে হবে, যা সহজ কাজ নয়। বোর্ড সূত্রের দাবি, ২০২৭ বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০ বছর। আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটে তখন তাঁর ফিটনেস কেমন থাকবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে রোহিত বেছে নিয়েছেন কঠোর অনুশীলনের পথ। তিনি বুঝতে পেরেছেন, ফিটনেসই তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কারণে প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে বিশেষ অনুশীলন শুরু করেছেন। নায়ারের সঙ্গে দীর্ঘ সেশন করে ব্যাটিং ও ফিটনেসে উন্নতি আনার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত অনুশীলনের ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রোহিত শট নির্বাচনে মনোযোগ দিচ্ছেন, ফুটওয়ার্ক ঝালিয়ে নিচ্ছেন এবং ফিটনেস ড্রিলে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে ভক্তরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, অন্তত তিনি নিজেকে ম্যাচ-ফিট রাখার জন্য লড়াই শুরু করেছেন, যা ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক সংকেত।

রোহিতের কেরিয়ার ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ, তিনবার আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতা, পাঁচটি আইপিএল শিরোপা, এবং একাধিক রেকর্ডবুক ভাঙা। তবে তিনি জানেন, বয়সের চাপ ও চোটের ঝুঁকি সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই আগামী দুই বছরকে তিনি দেখতে চাইছেন নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে। এখন নজর থাকবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তাঁর পারফরম্যান্সের দিকে। ভালো খেললে কেবল তিনি নিজের জায়গা পাকা করবেন না, বরং ২০২৭ বিশ্বকাপের স্বপ্নও বাস্তবায়নের পথে এগোতে পারবেন। আপাতত রোহিত শর্মা ও তাঁর সমর্থকদের আশা, আগামী দিনে 'হিটম্যানে'র ব্যাট থেকে আবারও দেখা যাবে সেই পুরনো আগুনঝরা ইনিংস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

স্বাধীনতা তুমি কথা কও

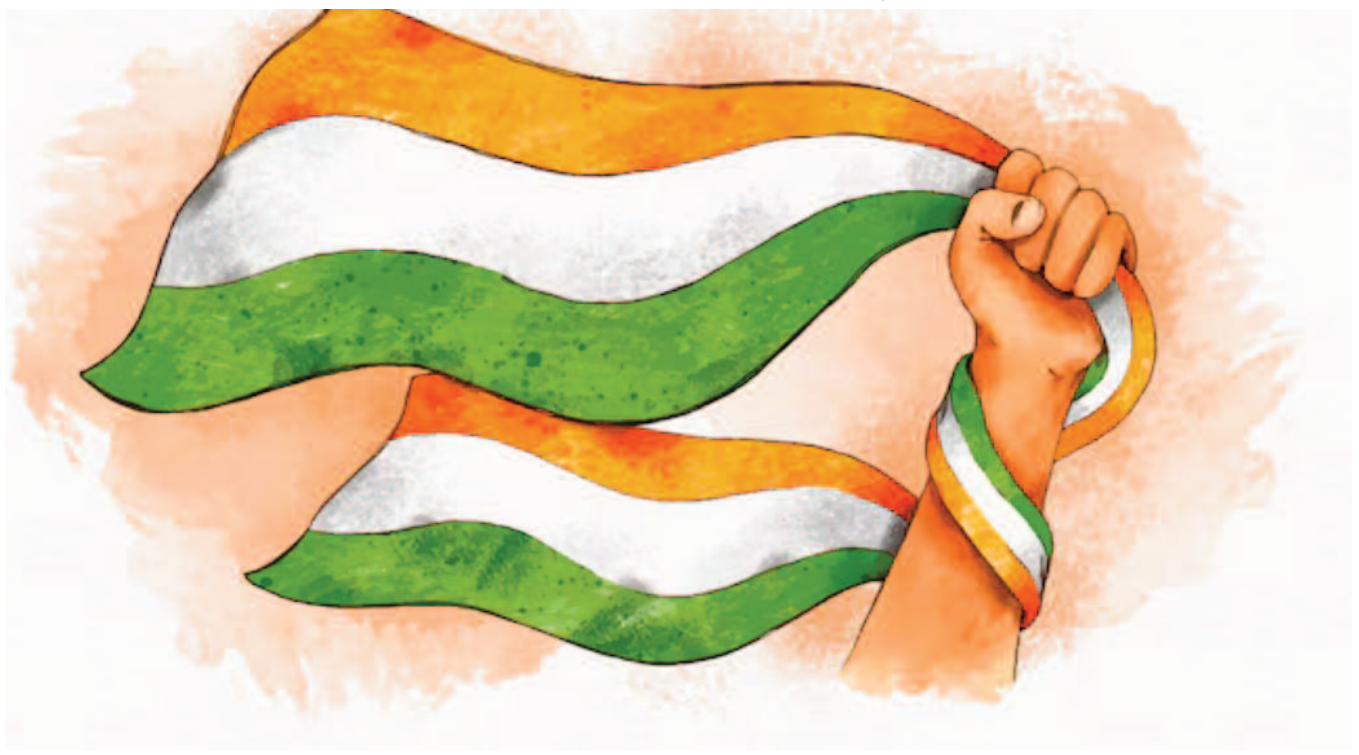

ওই যে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে, ঊনিশ বছরের তরতাজা অসীম সাহসী এক যুবক তুমি। সঙ্গে ত্যাগ আর তিতিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া এক সহযোদ্ধা। অত্যাচারী শাসক কিংসফোর্ডকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে। সেজন্য ঘন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বোমা নিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছ তুমি। টেনশন আর উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের জীবনের মায়াও তোমাদের কাছে তুচ্ছ। দেশ-মা যে ডাক দিয়েছেন 'এস, এস, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এস, ভেঙে ফেল আমার হাতের শেকল, মোছাও আমার অশ্রুজল।' না, পারলে না তুমি। ধরা পড়ে গেলে। বিচার। ফাঁসির রায়। ওই যে তুমি নির্ভীক ভয়ডরহীন সেই যুবক হাসিমুখে এগিয়ে চলেছ ফাঁসিকাঠের দিকে। একটু থমকে দাঁড়ালে, কি যেন ভাবলে, তারপর হাসিমুখে পরে নিলে ফাঁসির দড়ি। বরণ করলে শহিদের মৃত্যু। মুক্তির মন্দির সোপানতলে বলিদানের অশ্রুজলে রচিত হল এক নতুন ইতিহাস।

মতিউর রহমান

দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতে বসলে স্মৃতির সরণি বেয়ে শত শত শহিদের আত্মবলিদানের করুণ কাহিনী আমাদের মনঃশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই রক্তে রাঙানো দিনগুলো আমাদের মানসপটে জীবন্ত হয়ে ওঠে। দেশমায়ের মুক্তির জন্য শহিদ সেই সব বীর যোদ্ধাদের অশ্রুসজল আত্মবলিদান আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। মনের অজান্তে চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে। এ তো শুধু অশ্রুবিন্দু নয়, স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মবলিদানকারী হাজার হাজার শহিদের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালোবাসার সশ্রদ্ধ নিবেদন এই অশ্রুবিন্দু।

স্বাধীনতা তো শুধু একটি শব্দ নয়, লক্ষ-কোটি মানুষের আশা আর স্বপ্নের প্রতীক। স্বাধীনতা মানে মুক্তি, স্বাধীনতা মানে স্বপ্ন, স্বাধীনতা মানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। স্বাধীনতা এমন একটি ভাবাবেগ যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ এক ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, দেশের জন্য হাসিমুখে শহিদ হয়ে যায়। ভারতের পরাধীনতা আসলে ভারত ইতিহাসের পরিহাস। চির উদার, সর্বংসহা ভারতমাতা যুগে যুগে সব দেশ, সব জাতি, সব ধর্মের মানুষকে তার কোলে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে আপন করে নিয়েছে। সৌন্দর্যের লীলাভূমি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্ষ চিরকাল শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব আর ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছে। স্বাধীনতাপিয়াসী ভারতবাসী লক্ষ-কোটি তরতাজা প্রাণের বিনিময়ে হলেও হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সদা প্রস্তুত।

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর আমবাগানে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন শুধু দেশপ্রেমিক সিরাজ-উদ্-দোলায় পরাজিত হননি, পরাজিত হয়েছিল ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্পৃহাও। জেগে জেগে ঘুমিয়ে থাকা দেশের মানুষ সেদিন স্বাধীনতার মর্ম বোঝেনি। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য সেদিন অস্তমিত হয়েছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধীরে ধীরে বুদ্ধি আর অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়ে তাদের শাসন আর শোষণের বজ্রমুষ্ঠিকে সুদৃঢ় করেছিল, হরণ করেছিল মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার। শাসনে-শোষণে, অত্যাচার-উৎপীড়নে কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবন হয়েছে বিপন্ন। আত্মবিকাশের মৌলিক অধিকার হারিয়ে মানুষ হয়েছে নিঃস্ব, নিরন্ন, নিষ্পেষিত। নির্মম অত্যাচার আর পাশবিক পীড়নের দ্বারা বিদেশী শাসকও রেখে গেছে ঘৃণ্য শাসনের জঘন্য নজির। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইংরেজ শাসনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা। মনে পড়ে যায়, এই তো সেদিন নীল চাষে অরাজী চাষীর ঘরবাড়ি ভেঙে চুরমার করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল। বিদ্রোহী চাষীকে নীলকুঠির গুদামে আটকে রেখে হাত-পা দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে একটি পোলে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ পুলিশ নির্মমভাবে বেত দিয়ে তার সারা শরীরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। তার সারা শরীর বেতের আঘাতে লাল হয়ে গেছে। অসহায় চাষী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার আর্তনাদ শোনার মত কেউ নেই। সাম্রাজ্যবাদী সাহেবদের বিবেক লোভ আর লালসার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। অসহায় চাষীর শরীর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। এক সময় রক্তবমি করতে করতে সেই চাষী ঢলে পড়ে মৃত্যুর হিমশীতল রাজ্যে। অন্যদিকে বাড়ীতে একবুক আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষারত স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের কাছে সে খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নির্মম হত্যাকান্ডের কথা। চারিদিক পাঁচিলে ঘেরা মাঠে ইংরেজ পুলিশের কামান নির্মমভাবে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করে চলেছে। হাজার হাজার নিরীহ নারী, পুরুষ, শিশুর আর্তনাদ আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সারা মাঠ। প্রিয়জন হারানোর বেদনা, যন্ত্রণায় কাতর অসহায় মানুষের আর্তনাদ সমগ্র পরিবেশকে করে তুলেছে ভারাক্রান্ত।

ভারত মা ভালো নেই, তার করুণ অবস্থা। মা লুণ্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা। মা কাঁদছেন। শৃঙ্খলে বাঁধা তার হাত-পা। অত্যাচার আর অপমানের গ্লানিতে লাল হয়ে গেছে তার মলিন মুখ। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মানুষ, শোষণে আর বঞ্চনায় নিষ্পেষিত মানুষ অনুভব করল আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। চাই প্রতিবাদ, চাই প্রতিরোধ। দেশ-মায়ের দামাল ছেলেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাদের ক্ষোভের আগুন পরিণত হল প্রতিজ্ঞায়। দাবি উঠল, চাই মুক্তি, চাই স্বাধীনতা। জীবন বাজি রেখে রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতা। শুরু হল মুক্তির লড়াই, স্বাধীনতার যুদ্ধ। দুঃসাহসী তরুণপ্রাণ বুকে দুর্বার সাহস, হৃদয়ে স্বাধীনতার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্নিসম তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতার যুদ্ধযজ্ঞে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল স্বাধীনতার হোমাগ্নি।

ওই যে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে, ঊনিশ বছরের তরতাজা অসীম সাহসী এক যুবক তুমি। সঙ্গে ত্যাগ আর তিতিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া এক সহযোদ্ধা। অত্যাচারী শাসক কিংসফোর্ডকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে। সেজন্য ঘন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বোমা নিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছ তুমি। টেনশন আর উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের জীবনের মায়াও তোমাদের কাছে তুচ্ছ। দেশ-মা যে ডাক দিয়েছেন 'এস, এস, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এস, ভেঙে ফেল আমার হাতের শেকল, মোছাও আমার অশ্রুজল।' না, পারলে না তুমি। ধরা পড়ে গেলে। বিচার। ফাঁসির রায়। ওই যে তুমি নির্ভীক ভয়ডরহীন সেই যুবক হাসিমুখে এগিয়ে চলেছ ফাঁসিকাঠের দিকে। একটু থমকে দাঁড়ালে, কি যেন ভাবলে, তারপর হাসিমুখে পরে নিলে ফাঁসির দড়ি। বরণ করলে শহিদের মৃত্যু। মুক্তির মন্দির সোপানতলে বলিদানের অশ্রুজলে রচিত হল এক নতুন ইতিহাস।

মনে পড়ে যায়, আর এক বিপ্লবীর কথা। সেও তো তুমি, যৌবনের রক্তে টগবগ করা আর এক যুবক। সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধযজ্ঞে নিবেদিত চার প্রাণ। বুকের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছ তুমি। একবুক জলে বীরবিক্রমে অসীম শক্তিধর ব্রিটিশের সঙ্গে তুমি চালিয়ে যাচ্ছ যুদ্ধ। দুড়ুম ... দুড়ুম .. দুড়ুম ..। ইংরেজ পুলিশের গুলির প্রত্যুত্তরে গর্জে উঠছে পিস্তল। সীমিত সাধ্য, সীমিত অস্ত্র। বুকের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে নদীর জল ..।

আঃ ! আঃ ! আর পারছি না। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। তবুও চোখের সামনে যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, ঐ তো তুমি, সঙ্গে মৃত্যুর খাতায় নাম লেখানো স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার দুই সৈনিক। তোমরা দাঁড়িয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দোতলার বারান্দায়। হাতে তোমাদের উদ্যত রাইফেল গর্জে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির লড়াই। কেঁপে উঠেছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন আর শোষণের ভরকেন্দ্র। জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। চলছে শোষণ আর নির্মম অত্যাচারের বদলা। পড়ছে লাশ। খোদ রাইটার্সে মহারণ। রক্তের বদলে রক্তের খেলা। তোমাদের আবার ভয় কিসের? রক্তের বিনিময়েই তো ছিনিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতা। ঝরুক রক্ত। আসুক মৃত্যু। মা যে ডাক দিয়েছেন। এ যে মুক্তির ডাক, কোটি কোটি ভারতবাসীর অশ্রুমোচনের ডাক।

দুঃখ কিসের, এ মৃত্যু যে গৌরবের।

মনে পড়ে যায়, ৭৩ বছরের সেই বৃদ্ধার কথা। মায়ের ডাকে ঘর ছেড়েছেন। মাকে স্বাধীন করতে হবে। দিতে হবে রক্ত। এগিয়ে চলেছেন তমলুক থানা দখল করতে। এক হাতে তেরঙ্গা ঝান্ডা, অন্য হাতে জয়শঙ্খ। মুখে বন্দেমাতরম ধ্বনি। পিছনে হাজার হাজার নরনারী। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। উচ্চারিত হল ইংরেজ পুলিশের হুঁশিয়ারি। গর্জে উঠল পুলিশের রিভলভার। রক্তে ভিজে গেল মাটি। স্বাধীনতার যুদ্ধ-যজ্ঞে শহিদ হলেন এক বীরাঙ্গনা।

এ তো গেল কয়েকটি খন্ডচিত্র আর কয়েকজন শহিদের আত্মবলিদানের কাহিনী। হাজার হাজার বিপ্লবীর মহান ত্যাগ আর সংগ্রামের রক্তে লেখা ইতিহাস মুদ্রিত হয়ে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরগাথায়। এছাড়াও অসংখ্য মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাদের কথা ইতিহাসে লেখা নাই, লেখা আছে ভারতমায়ের বুকের ভেতর অশ্রুসজল ত্যাগের লিপিতে।

অবশেষে অনেক লড়াই-সংগ্রাম, বহু শহিদের বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হল রক্তস্নাত স্বাধীনতা। পেলাম খন্ডিত মাকে। স্বাধীনতার পূণ্য-আলোক পেয়ে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা মুক্তির জন্য হাহাকার করে উঠল। স্বাধীনতা প্রত্যেকটি নরনারী, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর অন্তরে অনুরণিত হল। ভারতীয় জনগণমনে একইসঙ্গে প্রবাহিত হল বহু আকাঙ্ক্ষিত চরম মুক্তির পরম আনন্দের ঝর্ণাধারা, আর দেশ বিভাগ জনিত বেদনাবিদীর্ণ ফল্গুধারা। সেই ব্যথা, বেদনা ভুলে আমরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। কেটে গেল দীর্ঘ সময়। কি পেলাম আর কি পেলাম না - হিসাব করতে বসলে যন্ত্রণা আর হতাশার ছবিই ভেসে ওঠে। মনের কোণে উঁকি মারে আশঙ্কা আর আতঙ্কের কালো মেঘ। আশা আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আমরা মর্মাহত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন জাগে, ঐ, ঐ বাচ্চা ছেলেটি কেন ধুলোমাখা গায়ে ছেঁড়া জামা পরে ইঁটভাটার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রখর রৌদ্রে সে ইঁট ভাটায় ইঁট তুলছে। তার কি সাংঘাতিক কষ্ট। অসহনীয় জীবন যন্ত্রণার ভারে নেতিয়ে পড়ছে তার স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার ইচ্ছাও। শীর্ণ দুর্বল ছেলেটির পেটে এখনও খাবার পড়েনি। প্রচন্ড কষ্ট আর তীব্র রোদে তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। আর ওই ছেলেটি হাতে মুখে তার কালি, চায়ের দোকানে সে কাপ ধুচ্ছে, আর মালিকের গাল-মার খাচ্ছে। তার তো স্কুলে যাবার কথা ছিল, খেলাধুলা, হাসি-উচ্ছলতায় শৈশব কাটানোর কথা ছিল। কে কেড়ে নিল তার সেই রোদ ঝলমলে শৈশব? কেন তার শৈশব আজ এভাবে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে? কে তাকে এই অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিল? আর ওই যুবক, তাকে কেন এত মনমরা, বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে? তার তো এখন জীবনে রঙিন স্বপ্ন দেখার কথা। কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বিফল মনোরথে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে দিনের পর দিন। সে আজ দিশেহারা, বিপর্যস্ত। তার কাজের অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা গেল কোথায়? আর ঐ, ঐখানে এত মানুষের ভিড়, ওরা বৃষ্টিতে ভিজছে কেন? ওদের বাচ্চাগুলো যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মরে যাচ্ছে, ঠান্ডায় শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওদের ঘর কোথায়? ওদের মাথার ছাদ কেড়ে নিল কে?

আর ঐ পাড়ায় কিসের এত ভিড়? এত লোক কেন? দারিদ্র আর দেনার দায়ে বিমলের বাবা আত্মহত্যা করেছে। পাশের বাড়িতে অনাহার আর অপুষ্টিতে আকবরের পাঁচ বছরের ছেলেটি মারা গেছে। এ বাড়িতে আবার গৃহকর্তার কপালে ভাঁজ, কি করে দিন যাবে, উনুনে হাঁড়ি চড়বে কিভাবে, মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে হবে - সাত পাঁচ ভেবে ভেবে অস্থির। প্রশ্ন জাগে মনে, এরা কি স্বাধীন হয়েছে? হলেও এদের স্বাধীনতা কোথায়? তবে কেন নেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার?

অন্যদিকে কিছু লোকের হাতে অঢেল অর্থ, প্রাচুর্য, বৈভব। বড় বড় শপিংমল, পাঁচতারা হোটেল, ঝাঁ চকচকে ফ্লাইওভার। আলোর রোশনাই। খুশির বন্যা। মুনাফার পাহাড়। এ কেমন স্বাধীনতা? এক দিকে এত আলো, অন্যদিকে শুধুই অন্ধকার। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে এত সুখ, সমৃদ্ধি, আর বেশিরভাগ মানুষের জীবনে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার। সুখ আর সমৃদ্ধির স্বর্গোদ্যানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

মানুষে মানুষে কেন এত বৈরিতা-বিবাদ, ধর্ম নিয়ে সংঘাত-হানাহানি? ধর্মের নামে কেন এত আগুন জ্বলে, বিপন্ন হয় মানবতা, চলে রক্তের হোলি খেলা? সন্ত্রাস কেন এত জীবন কেড়ে নেয়? কার প্রতি তার এত ক্ষোভ? ভারত মায়ের আকাশে কেন এত আগুনের লেলিহান শিখা?

স্বাধীনতা! তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার যে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে তোমাকে যে চাইনি আমরা। সেই স্বাধীনতা তুমি ফিরে এস যা কবির কল্পনা, শিল্পীর শিল্পকর্মের প্রেরণা, দেশপ্রেমিকের সাধনা। তুমি ফিরে এস মানুষের সম অধিকারের মাঝে, তুমি এস ন্যায়-বিচারের কালো কাপড় পরে, তুমি ফিরে এস দারিদ্র, অশিক্ষা, বেকারত্ব আর হিংসাকে চির-নির্বাসনে পাঠিয়ে, তুমি ফিরে এস ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা আর মিলনের মন্ত্র নিয়ে, ফিরে এস আমাদের মনের যাবতীয় সংকীর্ণতাকে দূর করে মনুষ্যত্ব আর মানবিক মূল্যবোধের মশাল জ্বেলে। তোমাকে জানাই অভিবাদন। স্বাধীনতা তুমি আসছো? সত্যি আসছো তো? কথা দাও। স্বাধীনতা তুমি কথা কও।

বাঘের চামড়ার ওপর বসে লিখে গেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপংকর মান্না

রাঙামাটির গ্রাম বীরভূমের লাভপুর। লাভপুরের ছোট জমিদার ছিলেন হরিদাস বন্দোপাধ্যায়।এই জমিদারের ঘর রাঙিয়ে জন্ম নিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই। তারাশঙ্কর ছিলেন আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে নাম করলেও তাঁর ছোট গল্প ও নাটক বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' , প্রকাশিত হয় 'উপাসনা' পত্রিকায় ১৩৩৬ সালে। লেখক বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখলেন, 'কলের শ্রমিক ধর্মঘটে বইখানি শেষ হইয়াছে,নায়ক গোষ্ঠ পুলিশের গুলি খাইয়া মরিয়াছে। লেখক এই ঘটনাকে 'চৈতালী ঘূর্ণি'-র সহিত তুলনা করিয়া আশা করিয়াছেন কালবৈশাখী আসিবে।চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি অগ্ দূত কালবৈশাখীর। অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক কী হয়? কালবৈশাখী আসে কিনা।'

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পাষাণপুরী'। জীবনের এক প্রান্তে আছে ফাঁসির আসামী কালী কামারের জান্তব মৃত্যু বিভীষিকা, অন্যপ্রান্তে আছে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে অনশনব্রতী বিদ্রোহী নরুর তিলে তিলে মৃত্যুবরণের অপরাজেয় মানবমহিমা- এই দুই রূপের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে।' পাষাণপুরী' প্রকাশিত হয় প্রথমে 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়,পরে বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে বইটি গ্ স্থাগারে প্রকাশিত হয়, ১৪৩০ সালে আষাঢ় মাসে।

১৩৪৪ সালে প্রকাশিত হয় তারাশঙ্করের 'আগুন' উপন্যাস।বঙ্গশ্রী পত্রিকায় হয় 'ধাত্রীদেবতা' ও 'জমিদারদের মেয়ে'।১৩৪৮- এ প্রকাশিত হয় 'কবি'। 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের পরিচয় ফুটে ওঠে।'কবি'-র গানগুলো ছিল তারাশঙ্করের নিজের। এরপর থেকে প্রকাশিত হয় একের পর এক কালজয়ী উপন্যাস- গণদেবতা,মন্বন্তর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, সপ্তপদী, চাঁপাডাঙ্গার বৌ, বিষপাথর, অভিনয়, এক পশলা বৃষ্টি, ডাকহরকরা,না, মহানগরী, ছায়াপথ, ফরিয়াদ, জনপদ, নবদিগন্ত, একটি কালো মেয়ের কথা ইত্যাদি।

তবে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী তারাশঙ্করকে শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রথম জীবনে অনেক দুঃখ ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর সু-বিখ্যাত গল্প 'রসকলি' ছিল তৎকালীন উল্লেখযোগ্য। 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠিয়ে তিনি অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলেন।বহুবার পাঠিয়েছেন চিঠি।কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে হাজির হয়েছিলেন 'প্রবাসী' র দফতরে। পত্রিকা কতৃপক্ষ লেখাটি না পড়েই তারাশঙ্করকে ফেরৎ দেন।এতে তিনি অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হন। তিনি রাগে মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত সারা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফেরেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। তিনি ভেবেছিলেন সাহিত্য - সাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে গঙ্গাস্নান করে দেশে ফিরে যাবেন এবং বাকি জীবন ধানচালের হিসেব করেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু নিয়তি তারাশঙ্করকে তার করতে দিল না। তৎকালীন 'কল্লোল' পত্রিকার একটি কপি তাঁর চোখে পড়ে। সেখানেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন 'রসকলি' গল্পটি। গল্পটা ছাপা হয়। উৎসাহদাতা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় চিঠি দিলেন তারাশঙ্করকে, 'আপনি এতদিন চুপ করেছিলেন কেন'?

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে তখন তাঁর লেখার নির্দিষ্ট সময় ধার্য ছিল না। সকালে, সারা দুপুরে এবং রাত্রিতেও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি লিখতেন। তখন তাঁর ঝুলিতে সৃষ্টির অজস্র ফসল।পরে তাঁর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর রচনার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমে যায়। তখন তিনি শুধু সকালে লিখতেন।১৯৬৪ সাল থেকে সকাল ছাড়া বিকালেও আবার লেখা শুরু করেন। চোখের অসুখের জন্য রাত্রে আর লিখতেন না। একবার 'জবানবন্দী' উপন্যাসটি লেখার সময় তিনি সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে একটানা লিখেছেন।লেখা শেষে পান্ডুলিপি পড়িয়েছেন সকলকে। তারপর ভঙ্গ করেছেন উপবাস। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তারাশঙ্কর কিছু সময় বাঘের চামড়ার উপর বসে সাহিত্য চর্চা করেছেন।পান্ডুলিপি তৈরি করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি খাটে শুয়ে রাত জেগে নাটক লিখেছেন। অসহ্য গরমে টিনের ঘরের মেঝেয় বসে কোলের উপর টিনের স্যুটকেস রেখে তিনি তাঁর ধ্রুপদী উপন্যাস ও ছোটগল্প সৃষ্টি করেছেন। কখনও বাসাবাড়ির স্বল্প পরিসরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর বসে লিখেছেন। টালাপার্কে নিজের বাড়িতে এসে পাকাপাকিভাবে বাস করার সময় সাহিত্য সাধনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত পরিমন্ডল তিনি গড়ে তোলেন।পর্য্যায়ক্রমে ঘরের মেঝেয় পাতা হয় কার্পেট ।তার উপর বাঘের চামড়া। পরে আবার তাঁরই ইচ্ছায় বাঘের চামড়া সরিয়ে নেওয়া হয়। লেখার জন্য মাঝে মাঝে ঘর পরিবর্তন করেছেন । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আসনে লিখে মজা পেতেন।